জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

Jayagovindavājapeyī Kartṛk(a) Viracita *Tarkasiddhāntasaṃkṣep(a)* Granther(a) Pāṭhoddhār(a) O Samīkṣātmak(a) Adhyayan(a)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার অধীনে পিএইচ্.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার

গবেষিকা :

লিপি বর্মন

নিবন্ধন সংখ্যা : A00SA1200921

শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা

২০২৫

সূচিপত্র
(Index)

বিষয়	পৃষ্ঠাসংখ্যা
১.০ প্রথম অধ্যায় : পুরোবাক্	**১-১১**
১.১. পুঁথির সামান্য পরিচয় ও তার গুরুত্ব	১-২
১.২. ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়	২-৩
১.৩. পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ	৩-৫
১.৪. গবেষণা পদ্ধতি	৫-৭
১.৫. গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন	৮-১১
২.০ **দ্বিতীয় অধ্যায় :** গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি	**১২-১৭**
২. ১. গ্রন্থ পরিচিতি	১২-১৩
২. ২. গ্রন্থকার পরিচিতি	১৩-১৫
২. ৩. *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামাঙ্কিত পুঁথির বিবরণ	১৫-১৭
৩.০ তৃতীয় অধ্যায় : পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি	**১৮-২৪**
৪.০ চতুর্থ অধ্যায় : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা	**২৫-৩৫**
৪. ১. মঙ্গলাচরণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২৫-২৬
৪. ২. সপ্ত পদার্থ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২৬-২৭
৪. ৩. পদার্থসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা	২৭-২৮

৪. ৪. পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৮

৪. ৫. পৃথিবী প্রভৃতি নয়প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৯

৪. ৬ . গুণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ২৯-৩০

৪. ৭. গুণসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ৩০-৩১

৪. ৮. অযথার্থ জ্ঞান বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ৩১-৩২

৪. ৯. কারণবিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ৩২

৪.১০ প্রমাণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা ৩২-৩৪

উপসংহার : **৩৬-৩৮**

SELECT BIBLIOGRAPHY: **৩৯-৫১**

সংকেতসূচি

(Abbreviation)

অনু. - অনুবাদক

অ. কো. – অমরকোষ

ঋ. - ঋগ্বেদ

ছ. ম. – ছন্দোমঞ্জরী

জ. বি. টী. – জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত বিবৃতি টীকা

টী. - টীকা

তর্কা. – তর্কামৃত

ত. আ. সি. – তত্ত্বচিন্তামণি আলোক সিদ্ধাঞ্জন

ত. ভা. - তর্কভাষা

ত. সং. – তর্কসংগ্রহ

পদ. – পদকৃত্য

ত. সং. দী. – তর্কসংগ্রহদীপিকা

ত. সি. সং - তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ

তৈ. উ. – তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

তৈ. উ. ভা. – তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য

দিন. – দিনকরী

দেবী. ভা. - দেবীভাগবত

নৃ. প্র. – নৃসিংহপ্রকাশিকা

ন্যা. দ. – ন্যায়দর্শন

ন্যা. সূ. - ন্যায়সূত্র

ন্যা. কু – ন্যায়কুসুমাঞ্জলি

ন্যা. কো. – ন্যায়কোশ

ন্যা. লীলা. – ন্যায়লীলাবতী

ন্যা. সি. ম. - ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী

ন্যা. সি. মু. – ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী

প. উ. – পরাশর উপপুরাণ

পদার্থ. – পদার্থতত্ত্বনিরূপণ

প. ল. ম. – পরমলঘুমঞ্জুষা

প. মা. - পদার্থমালা

পা. ধা. – পাণিনীয় ধাতুপাঠ

পা. সূ. – পাণিনীয় সূত্র

পুঁ. সম. স. – পুঁথিপাঠ : সমস্যা ও সমাধান

পৃ. – পৃষ্ঠাঙ্ক

প্র. খ. – প্রথম খণ্ড

প্র. ভা. – প্রশস্তপাদভাষ্য

ভা. চি. - ভাট্টচিন্তামণি

ভা. দা. কো. – ভারতীয় দর্শন কোষ

ভা. প. – ভাষাপরিচ্ছেদ

ভা. র. - ভাষারত্ন

মনু. – মনুসংহিতা

মু. উ. - মুণ্ডকোপনিষদ্

যজু. - যজুর্বেদ

বা. - বার্ত্তিক

বাৎ. ভা. – বাৎস্যায়নভাষ্য

বৃ. মু. - বৃত্তমুক্তাবলী

বৈ. সূ. - বৈশেষিকসূত্

বা. ব্যুৎ. – বালব্যুৎপত্তি

বৈ. সূ. উ. – বৈশেষিকসূত্র উপস্কার

শ্রী. ভ. গী. - শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স. প. - সপ্তপদার্থী

সম্পা. – সম্পাদক

সূ. – সূত্র

সং. পুঁ. - সংস্কৃত পুঁথিবিদ্যা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

BNV – Bibliography of Nyāya Vaiśeṣika

ABRI – Annals of Bhandarkar Research Institute

DCSM – Descriptve Catalogue of Sanskrit Manuscript

HIL – A History of Indian Logic

HNNM – History of Navya Nyāya Nyaya in Mithila

JOAS – Journal of the American Oriental Society

NCC – New Catalogus Catalogroum

VML – Vande Matram Library

১.০ প্রথম অধ্যায় :

পুরোবাক্

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম এযাবৎ মাতৃকাকারে সংরক্ষিত ও অপ্রকাশিত প্রকরণগ্রন্থ হল জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামক গ্রন্থ। ১৭৪০ সম্বতে বর্তমান এই নৈয়ায়িক তাঁর *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিতে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনসম্মত পদার্থতত্ত্ব সহজ ও সুললিতভাবে সংস্কৃতভাষায় ও দেবনাগরীলিপিতে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটি অপ্রকাশিত পুঁথি আকারে প্রাপ্ত হয়েছে, তাই 'পুরোবাক্' নামক এই প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই পুঁথির সামান্য পরিচয় ও পুঁথির গুরুত্ব জানা আবশ্যক। পুঁথি আকারে প্রাপ্ত এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ। তাই পুঁথির সামান্য পরিচয় ও গুরুত্ব আলোচনার পর ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয় জেনে নিয়ে পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর গবেষণা পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন প্রদানপূর্বক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়েছে।

১.১. পুঁথির সামান্য পরিচয় ও তার গুরুত্ব:

প্রাচীনকালের হস্তলিখিত গ্রন্থকেই পুঁথি বলা হয়। পুঁথির অপর নাম হল পাণ্ডুলিপি, পুস্তক, পুস্তিকা বা মাতৃকা। ইংরেজিতে একে Manuscript বলা হয়। Manuscript শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। একটি Manu, যার অর্থ 'হাত' এবং অন্যটি Scriptum, যার অর্থ 'লেখা' বা 'আঁচড় কাটা'। অর্থাৎ লেখার যোগ্য কোনও দ্রব্যের উপর হাতে লেখাকেই Manuscript বলা হয়। আবার এরকমও বলা হয়- যে সমস্ত উপাদানের উপর পুঁথি লেখা হত তা ছিল ধূসর বা পাণ্ডু বর্ণের, তাই এর নাম পাণ্ডুলিপি।

আমরা পুঁথি প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে পুঁথিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটি হল- কবি বা গ্রন্থকারের নিজের হাতের লেখা পুঁথি (Autographic text) এবং অন্যটি হল অনুলিখিত পুঁথি (Transmitted text)। গ্রন্থকারের নিজের হাতের লেখা পুঁথিকে আদর্শ পুঁথি বলা হয়। তাই আদর্শ পুঁথিতে প্রাপ্ত লেখাগুলিতে গ্রন্থকারের চিন্তাভাবনা অক্ষতই থাকে।

অন্যদিকে অনুলিখিত লিপি লিপিকরেরা লিখতেন। অর্থাৎ স্বয়ং গ্রন্থকারের লেখাটির অনুলিপি প্রস্তুত করা হত। ফলে অনুলিখিত লিপিতে গ্রন্থকারের মূল লেখাটি বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই অনুলিখিত লিপির সংখ্যাই বেশি। অনুলিখিত লিপি আবার তিন রকমের হয়-

১) সংরক্ষিত প্রতিলিপি (Protected transmission) - মূল গ্রন্থের অনুলিপি লেখার সময় লিপিকর যখন মূল লেখাটিকে অক্ষত রেখে দেন, তাই হল সংরক্ষিত প্রতিলিপি।

২) অরক্ষিত প্রতিলিপি (Haphazard or unprotected transmission) - যেখানে পুঁথি লেখার সময় লিপির মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্তন করে লিপিকর স্বাধীনভাবে অনুলিখন করেন, তাই হল অরক্ষিত প্রতিলিপি।

৩) সংশোধিত প্রতিলিপি (Revised transmission) - মূল গ্রন্থে কোনও ভুল থাকলে যখন লিপিকর সেটা সংশোধন চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধপাঠ লেখেন, তখন তাকে সংশোধিত প্রতিলিপি বলে।

১.২. ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়:

আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে ভারতীয় দর্শন দ্বিবিধ। আস্তিক দর্শন পুনরায় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ভেদে ষড়্বিধ। নাস্তিক দর্শন ত্রিবিধ, যথা- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। ষড়্বিধ আস্তিকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি গৌতম। তিনি অক্ষপাদ, গোতম এবং মেধাতিথি[১] নামেও পরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল *ন্যায়সূত্র*। এই ন্যায়সূত্রের উপর মহর্ষি বাৎস্যায়ন *ন্যায়ভাষ্য*, উদ্যোতকর *ন্যায়বার্ত্তিক*, বাচস্পতিমিশ্র *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* এবং উদয়নাচার্য *তাৎপর্যপরিশুদ্ধি* লেখেন।

ন্যায়শাস্ত্রের সমানতন্ত্র দর্শন হল বৈশেষিকদর্শন, যার দ্রষ্টা হলেন মহর্ষি কণাদ। তিনি *বৈশেষিকসূত্র* লেখেন। এই সূত্রগুলি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় আবার দুটি করে আহ্নিকে বিভক্ত। এভাবে *বৈশেষিকসূত্রে* সর্বমোট ২০টি আহ্নিক এবং ৩৭০ টি সূত্র আছে। বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রশস্তপাদবিরচিত *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থটি অন্যতম।

এছাড়াও চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত ব্যোমশিবের *ব্যোমবতী*, এটি *প্রশস্তপাদ*-গ্রন্থের উপর রচিত প্রাচীনতম ভাষ্য। এছাড়া শ্রীধরাচার্যেরর *ন্যায়কন্দলী* (৯৯১ শতক), উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী* (১০ম শতাব্দী) এবং শ্রীবৎসাচার্যের *লীলাবতী*[২] *(১১শ শতাব্দী)* প্রভৃতি প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাও পাওয়া যায়। শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী* ও বৈশেষিকসূত্রের উপর শঙ্কর মিশ্রের *উপস্কার* টীকাও বৈশেষিকদর্শনের অন্যতম গ্রন্থ।

১.৩. পূর্বে সম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ:

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যে সমস্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলির সম্পাদনা হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থসমূহ হল- *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা, ভাষাপরিচ্ছেদ, সপ্তপদার্থী, ভাষারত্ন, পদার্থমালা, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী, তর্কামৃত, পদার্থীয়দিব্যচক্ষু, ন্যায়সার, ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ, তার্কিকরক্ষা, তর্ককৌমুদী, ন্যায়লীলাবতী, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* প্রভৃতি। নিম্নে উপর্যুক্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হল-

তর্কসংগ্রহ - ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থটি হল বহু প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থটির যশবন্ত বাসুদেব অথল্যেকৃত একটি প্রাচীন সম্পাদনা পাওয়া যায়। তিনি সমীক্ষা এবং ব্যাখ্যামূলক টিপ্পনী সহ গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন। যদিও জীবদ্দশায় বিভিন্ন কারণবশতঃ তিনি গ্রন্থটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পারেননি।[৩] ওনার মৃত্যূত্তরকালীন সময়ে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহাদেব রাজারাম বোদাস নামে বোম্বে হাইকোর্টের এক আইনজীবী 'যশবন্ত বাসুদেব অথল্যে'র সম্পাদনা কার্যটিকে ভূমিকা ও ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন।[৪] বাংলা ভাষায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদকগণ হলেন নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পঞ্চানন শাস্ত্রী ও নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যাত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদনাগুলির মধ্যে কেদারনাথ ত্রিপাঠী, দয়ানন্দ ভার্গব, আনন্দ ঝা, শিবনারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের সম্পাদনাগুলি অন্যতম। এবং ইংরেজি ভাষায় *তর্কসংগ্রহে*র সম্পাদনাগুলির মধ্যে গোপিকামোহন ভট্টাচার্য, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

তর্কভাষা - কেশবমিশ্র বিরচিত *তর্কভাষা* গ্রন্থটি হল ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের অপর একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির প্রাচীন সম্পাদনাটি সম্ভবত শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে করেছিলেন।

তিনি গোবর্ধন মিশ্রের টীকা ও সমীক্ষাপূর্বক ব্যাখ্যামূলক টীকা সহ ১৮৯৪ সালে *তর্কভাষা* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন।[৫] এছাড়াও ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটের এম্.এস্.এস্. বিভাগের নারায়ণ নাথজি কুলকার্নি ১৯২৪ সালে তর্কভাষার সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেছিলেন।

ভাষাপরিচ্ছেদ - ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের অপর একটি প্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ হল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থটি। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটির প্রথম ব্যাখ্যাকারের নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও সময়কালটা আমরা কেবলমাত্র জানতে পেরেছি। ১১৮১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু তা কেবলমাত্র পুঁথি আকারেই পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে *ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটি* বাংলা গদ্যে বিশদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন। সম্ভবত এটিই প্রথম বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত ও মুদ্রিত ভাষাপরিচ্ছেদের গ্রন্থ। বর্তমানে প্রাপ্ত *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদনাগুলির মধ্যে পঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয়, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, আত্মারাম শর্মা জেরে, রাজারাম শুক্ল, হরিরাম শুক্ল, সি.শঙ্কররাম শাস্ত্রী, এন্. ভিজহিনাথন্ প্রমুখের গ্রন্থগুলি অন্যতম।

সপ্তপদার্থী - বৈশেষিক দর্শনের একটি অন্যতম প্রকরণগ্রন্থ হল *সপ্তপদার্থী* । এই গ্রন্থটি মহামতি শিবাদিত্য মিশ্র রচনা করেছিলেন। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[৬] *সপ্তপদার্থী* ব্যতীত আর যে সমস্ত গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল – *লক্ষণমালা, হেতুখণ্ডন, উপাধিবার্ত্তিক* এবং *অর্থাপত্তিবার্ত্তিক*। *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের প্রাচীন যে সম্পাদনাটি পাওয়া যায়, তা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ কাশী থেকে প্রকাশ করেছিলেন।[৭] এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ এবং নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ তিনটি টীকা সহ *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থটির একটি সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা করেন।

ভাষারত্ন – ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল কণাদ তর্কবাগীশের *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে *ভাষারত্ন* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন, যা কলিকাতাস্থ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পদার্থমালা - জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত *পদার্থমালা* গ্রন্থটিও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির অন্যতম। *পদার্থমালা* গ্রন্থটির *পদার্থমালাপ্রকাশ* ও *গূঢ়ার্থদীপিকা* নামে দুটি

টীকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে *পদার্থমালাপ্রকাশ* টীকাটির রচয়িতা লৌগাক্ষিভাস্কর হলেন জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের শিষ্য। ১৯৮৫ সালে এন্. শ্রীনিবাসন্ *পদার্থমালাপ্রকাশ* টীকা সহ *পদার্থমালা* গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। সম্ভবত *পদার্থমালা* গ্রন্থটির এটিই প্রথম ও শেষ সম্পাদনা ছিল, কারণ এখনও পর্যন্ত এই গ্রন্থটির অন্য কোনও সম্পাদনা পাওয়া যায়নি।

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী – এই গ্রন্থটিও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা হলেন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি ওরফে জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণি।

পণ্ডিত জীবনাথ মিশ্র মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস থেকে যাদবাচার্যের *ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার* টীকা সহ এই গ্রন্থটি প্রথম সম্পাদনা করেন। এছাড়াও *ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী গ্রন্থটি* ১৯৪১ সম্বৎসরে শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠদীক্ষিতপ্রণীত *বৃহত্তর্কপ্রকাশ* ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা করেন। আবার *দীপিকাতর্কপ্রকাশ* সহ এই গ্রন্থের অন্য একটি সম্পাদনা ১৯৯০ সালে শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কর্তৃক সদ্গুরু প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লি থেকে এই গ্রন্থের বলিরাম শুক্ল মহাশয়কৃত আরও একটি সম্পাদনা পাওয়া যায়। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক সম্পাদনার সহিত একটি পিএইচ্.ডি কার্যও সম্পন্ন হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি :

গবেষণাকর্মের সমীক্ষাটি মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছি। সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ করেছি। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করেছি। যে সমস্ত স্থলে সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি বাংলা লিপিতে দিয়েছি, সেসব স্থলগুলিতে ‘ৎ’ এর স্থানে ‘ত্’ করেছি। বাংলা লিপিতে বর্গীয় ব(ব) ও অন্তঃস্থ ব(ব) এর লেখনে ভেদ না থাকায়, সেই ভেদ বাংলা হরফে দেখানো যায়নি। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের শেষে গ্রন্থপঞ্জি গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA Eighth Edition ফরম্যাট-এ সংযোজিত করা হয়েছে। তবে বোঝার সুবিধার জন্য গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজীতে তৈরি করেছি।

১.৪.১ প্রস্তুত মাতৃকাসম্পাদনে ব্যবহৃত পদ্ধতি :

একটিমাত্র পুঁথি হওয়ায় *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রাপ্ত পুঁথিটিকে অপরাপর পুঁথির সঙ্গে তুলনা করার জন্য সন্তুলন পদ্ধতির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের মাতৃকাটির বেশীরভাগ সন্ধিযোগ্যস্থলে পঞ্চম বর্ণের স্থানে অনুস্বার(ং) এর ব্যবহার দেখা যায়। আমি পাঠের সুবিধার্থে সন্ধিযোগ্যস্থলগুলিতে 'অনুস্বার' ও 'পঞ্চমবর্ণে'র মধ্যে 'পঞ্চমবর্ণ'কে সর্বত্র গ্রহণ করেছি। যেমন- 'সিদ্ধাংত'-এর স্থলে 'সিদ্ধান্ত', 'পংচ'-এর স্থলে 'পঞ্চ', 'দংড'-এর স্থলে 'দণ্ড' প্রভৃতি। তবে 'সংখ্যা' শব্দটিকে 'সঙ্খ্যা' না করে 'সংখ্যা' রূপটিই রেখেছি।

মূল পুঁথিতে গ্রন্থকার যে সমস্ত গ্রন্থান্তরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলিকে **" "** - এই চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির সম্ভাব্য শুদ্ধ পুঁথিপাঠ নির্ধারণে প্রযুক্ত নিয়মসমূহ -

১) বানান সংশোধন – পুঁথির যে সমস্ত স্থানে বানান ভুল হয়েছে বলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেই সমস্ত স্থানে সংশোধিত শুদ্ধ বানানটিকে (কোথাও শুধু অক্ষরটিকে) মূলে **স্থূল** (Bold) করেছি এবং পুঁথিতে প্রাপ্ত যে সমস্ত বানান ভুল বলে মনে হয়েছে, তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

২) অতিরিক্ত অক্ষর, শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ – পুঁথির যে সব স্থানে অতিরিক্ত বাক্যের প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে সেই অতিরিক্ত অক্ষর, শব্দ বা বাক্যটিকে মূলেই **< >** এই চিহ্নের মধ্যে রেখে সেই অংশটিকে **স্থূল** (Bold) করেছি।

৩) পাঠ সংশোধন – পুঁথিতে বর্ণলোপ, শব্দলোপ বা বাক্যলোপের জন্য বিষয়গত ভ্রান্তি সৃষ্টি হলে যুক্তিপূর্বক পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূলে সংশোধিত ও সংযোজিত অংশটি **{ }** – এই বন্ধনীর মধ্যে রেখে সেই অংশটিকে **স্থূল** (Bold) করেছি। এবং সেই পাঠগ্রহণের কারণ পাদটীকায় দিয়েছি।

৪) যতি চিহ্ন – পূর্ণচ্ছেদ(।) বর্জন করা হলে বা সেই স্থানে অন্য যতি চিহ্নের প্রয়োগ করা হলে, তা মূলে স্থূল (Bold) করে পাদটীকায় মাতৃকালব্ধ রূপটি উল্লেখ করেছি। অন্যান্য যতিচিহ্নের (,) সংযোজন বা পরিবর্তন করা হলে মূলেই সেই সমস্ত স্থল শুধুমাত্র স্থূল (Bold) করেছি।

৫) সংশয়যুক্ত স্থল – মাতৃকায় যে সমস্ত স্থলে এখনো সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে- মূলেই সেই সমস্ত সংশয়যুক্ত স্থলে জিজ্ঞাসাচিহ্নের (?) প্রয়োগ করেছি।

এভাবে যথাসম্ভব শুদ্ধপাঠ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। পাঠানুসারে বঙ্গানুবাদ করেছি। যে সমস্ত স্থলে অনুবাদের দ্বারা অর্থ পরিষ্কৃত হয়নি, সেইসব স্থানে বিবৃতি দিয়েছি। পুঁথিপাঠের জন্য পাদটীকার ব্যবহার করেছি। অন্য সর্বত্রই অন্ত্যটীকার ব্যবহার করেছি।

১.৪.২ : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের লব্ধ মাতৃকাটির বৈশিষ্ট্য :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের মাতৃকাটির পাঠোদ্ধারে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ-

ক) এই মাতৃকাতে প্রাপ্ত বেশিরভাগ ‘ন’-কার এবং ‘ত’-কার প্রায় একইরকম দেখতে।

খ) মাতৃকার প্রায় বেশিরভাগ অংশজুড়েই ‘চ্ছ’ কে ‘ছ’ -এর মতো, ‘স্থ’ কে ‘চ্ছ’, ‘ষ্ণ’ কে ‘ক্ষ্ণ’ এর মতো, ‘শ্চ’ কে ‘শ্ব’ এর মতো লেখা হয়েছে।

গ) কোনও কোনও স্থানে ‘প’ কে ‘প’- এর মতো লেখা হলেও কোনও কোনও স্থানে আবার ‘প’ কে ‘য়’ এর মতো লেখা হয়েছে।

ঘ) বাক্যের মাঝে যতি চিহ্নের প্রয়োগ, আবার কখনো বাক্যের শেষেও যতি চিহ্নের অপ্রয়োগ বাক্যার্থ নির্ণয়ে অসুবিধের সৃষ্টি করেছে।

ঙ) ট এবং ঠ – এই দুটি অক্ষর প্রায় একইভাবে লেখা, ফলে বানান ভুল হয়েছে বলে বহুবার মনে হলেও পরবর্তীতে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করার পর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

১.৫. গবেষণার প্রয়োজন, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন :

১.৫.১ গবেষণার প্রয়োজন :

ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রের উপর ভাষ্য, তার উপর বার্ত্তিক, বার্ত্তিকের টীকা, তস্য টীকা প্রভৃতি ক্রমে অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতেরা রচনা করেছেন। তাঁদের সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষিদের দ্বারা আনীত অভিযোগগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে সেই দর্শনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এছাড়াও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রগুলিকে পরিস্ফুট করা, যাতে সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তা বোধগম্য হতে পারে। তাই সেই সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থে পণ্ডিতদের নতুন চিন্তাভাবনাগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি মূল সূত্রকে বিরোধীরা যেন কখনোই খণ্ডন না করতে পারে, পণ্ডিতেরা সেই চেষ্টাই করে গিয়েছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অনেক মিল থাকায় পরবর্তীতে অনেক পণ্ডিতই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বিশেষকে একত্রিত করে ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁনাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন অন্নংভট্ট, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ। এঁনাদের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের এমন আরও অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁরা তেমনভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতের কৃতিত্ব এখনও হয়তো অজানা, আবার অনেক পণ্ডিতের কৃতিত্ব পুঁথি আকারে পুঁথি গ্রন্থালয়ে পড়ে আছে, আবার অনেক পণ্ডিতের কৃতিত্ব উদ্ধারই করা যায়নি। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নতুন নতুন প্রকরণ গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। যেমন- ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দুরূহ বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আমাদের কাছে উন্মোচিত হতে পারে বা মূল সূত্রগুলির অর্থ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্ফুট হতে পারে বা নতুনভাবে বিচারের পথ প্রশস্ত হতে পারে, যা ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে প্রভূত সমৃদ্ধ করবে। এছাড়াও বর্তমান সমাজের কাছে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও সহায়ক হবে। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের অবদানস্বরূপ অসামান্য সমস্ত গ্রন্থগুলিকে পাঠোদ্ধারপূর্বক সম্পাদনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১.৫.২ বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য :

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের জন্য প্রথমে দি এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে এবং ইন্টারনেটে উপলব্ধ NMM, 'বন্দে মাতরম্ লাইব্রেরী'তে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপ্রকাশিত পুঁথির সন্ধান করেছি। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর ও অপ্রকাশিত পুঁথি দেখার পর আমার তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় গবেষণার যোগ্য ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপ্রকাশিত প্রকরণগ্রন্থ জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত, স্পষ্ট দেবনাগরী লিপিতে লেখা, অক্ষত ও সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। তবে এর কেবলমাত্র একটি পুঁথি উপলব্ধ হয়। যদিও সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি পুঁথির প্রয়োজন ছিল, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই গ্রন্থটির অন্য কোনও মাতৃকা পাওয়া যায়নি।[৮] অগত্যা একটি পুঁথি অবলম্বন করেই যথাসম্ভব শুদ্ধ পুঁথিপাঠ পূর্বক অনুবাদ ও বিবৃতি সহ এই গ্রন্থটির সাধারণ সম্পাদনা করে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক সমীক্ষা করেছি।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে *ন্যায়সূত্র, বৈশেষিকসূত্র, তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রশস্তপাদভাষ্য, পদার্থমালা, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী, উপস্কারটীকা, তর্কভাষা* প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থগুলি পুঁথিপাঠে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। মাতৃকায় উপলব্ধ অসঙ্গত স্থানগুলিতে উপরোক্ত গ্রন্থগুলির আনুকূল্যে ও যুক্তিসহায়তায় সম্ভাব্য পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বলবো যে, অসঙ্গতস্থলে মৎপূরিত পুঁথিপাঠকেই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ না করে জিজ্ঞাসু সুধী সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনাপূর্বক পাঠ নির্ধারণ ও তার অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন।

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাঁর এই *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিতে নতুন আঙ্গিকে নানা তথ্য প্রদান করেছেন, যা প্রকাশিত হলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের নব দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন- সংশয়ের লক্ষণে তিনি ভিন্নতা দেখিয়েছেন, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণে ভিন্নতা দেখিয়েছেন, তেজের বিভাগের মধ্যে ঔদর্য তেজের ইন্ধন কী? তা উল্লেখ করেছেন, জাতির সিদ্ধিতে নিজস্বতা দেখিয়েছেন প্রভৃতি। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থের সম্পাদনা

পূর্বে হলেও এই গ্রন্থটি এখনও পর্যন্ত কেউ সম্পাদনা করেননি বলেই জ্ঞাত হয়েছি, আর সেই কারণেই এই গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি।

১.৫.৩ অধ্যায় বিভাজন :

আমার গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামটি হল - **জয়গোবিন্দবাজপেয়ী কর্তৃক বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন।**

গবেষণানিবন্ধটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

প্রথম অধ্যায় **: পুরোবাক্।**

দ্বিতীয় অধ্যায় **: গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি।**

তৃতীয় অধ্যায় **: পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি।**

চতুর্থ অধ্যায় **: *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা।**

উপসংহার

১.৫.৪ প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

উপস্থাপিত গবেষণাটির **প্রথম অধ্যায় : পুরোবাক্** - এই অংশে পুঁথির সামান্য পরিচয়; পুঁথির গুরুত্ব; ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সামান্য পরিচয়; পূর্বসম্পাদিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; গবেষণা পদ্ধতি; গবেষণার বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন, তাৎপর্য ও অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি – এই অংশে গ্রন্থ পরিচিতি ও গ্রন্থকার পরিচিতি আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রকরণ গ্রন্থ কাকে বলে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের মাতৃকাকারে লব্ধ পুঁথিটির সম্পূর্ণ বিবরণ, পুঁথিতে লব্ধ গ্রন্থকারের বিস্তৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি – এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ ও তদনুসারে বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও যেসব স্থানে ভাবানুবাদের অর্থ পরিস্ফুট নয়, সেইসব স্থানে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা – এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটিকে *তর্কসংগ্রহ, তর্কভাষা ও ভাষাপরিচ্ছেদ* – মূলতঃ এই তিনটি

ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থের সঙ্গে তুলনাপূর্বক সমীক্ষা করা হয়েছে। তবে কিছু স্থানে কেবলমাত্র বিশ্লেষণাত্মকদৃষ্টিতেই সমীক্ষা করা হয়েছে।

উপসংহার : এই অংশে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সঙ্গে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থের পার্থক্য, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থের উৎকর্ষতা, ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অবদান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ৬৪

[২] ভা. দ. , দ্বিতীয় খণ্ড , রাধাকৃষ্ণণ, এস্. (২০০৬), পৃ. - ১৮১

[৩] ত. সং. , সম্পা. যশবন্ত বাসুদেব অথল্যে ও মহাদেব রাজারাম বোদাস, পৃ. - viii

[৪] BNV (CASS Bibliography Series, No.1) - ৫১, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ২

[৫] *তদেব* - ১৩৬১, পৃ. - ৪০

[৬] ভা. দ. কো. , প্র. খ. , সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. - ১৯১

[৭] BNV (CASS Bibliography Series, No.1)- ২০২১, সম্পা. কাশীনাথ হোতা ও অরুণ রঞ্জন মিশ্র, পৃ. - ৬০

[৮] NCC, VOL. viii, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. - ১৩২

২.০ দ্বিতীয় অধ্যায়:

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি

২.১ গ্রন্থ পরিচিতি :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি হল ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রকরণ গ্রন্থ। প্রকরণগ্রন্থের লক্ষণে বলা হয়েছে -

শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্ ।। ২৭।।

আহুঃ প্রকরণং নাম শাস্ত্রভেদবিচক্ষণাঃ।[১]

অর্থাৎ শাস্ত্রভেদ সম্বন্ধে বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কোনো শাস্ত্রের একদেশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং অন্য শাস্ত্রের উপযোগী বিষয়ের সঙ্গেও সম্বদ্ধযুক্ত গ্রন্থকে প্রকরণগ্রন্থ বলেন। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর *A History of Indian Logic* গ্রন্থে প্রকরণ গ্রন্থের চার প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন।[২] যথা-

প্রথম প্রকারটি হল - যে সমস্ত প্রকরণগ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ পদার্থকে মুখ্যভাবে এবং অবশিষ্ট পনেরোটি পদার্থকে প্রমাণপদার্থের অন্তর্গত করে গৌণভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে, তাকে প্রথম প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা- ভাসর্বজ্ঞের *ন্যায়সার*।

দ্বিতীয় প্রকারটি হল - ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ হলেও যে সমস্ত প্রকরণগ্রন্থে ষোড়শ পদার্থের বর্ণনাকালে কোনো এক পদার্থের (প্রমেয় পদার্থের অর্থ নামক বিভাগের মধ্যে) অন্তর্গত করে বৈশেষিক শাস্ত্রের দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থেরও বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি দ্বিতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যথা- বরদরাজের *তার্কিকরক্ষা*, কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা*।

তৃতীয় প্রকারটি হল – যে সমস্ত গ্রন্থ মুখ্যতঃ বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ, কিন্তু সেই গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের প্রমাণ পদার্থের সম্পূর্ণভাবে সমাবেশ হয়েছে, তাকে তৃতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থ বলা হয়। কোনো কোনো গ্রন্থে গুণ প্রকরণের বুদ্ধি নামক বিভাগের মধ্যে প্রমাণ পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো গ্রন্থে দ্রব্য নামক পদার্থের আত্মা নামক বিভাগের মধ্যে প্রমাণ

পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা- অন্নম্ভট্টের *তর্কসংগ্রহ*, বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী*, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের *ভাষাপরিচ্ছেদ*, লৌগাক্ষিভাস্করের *তর্ককৌমুদী* প্রভৃতি।

চতুর্থ প্রকারটি হল– যে সমস্ত গ্রন্থে কিছু ন্যায় এবং কিছু বৈশেষিক পদার্থের নিরূপণ করা হয়েছে, সেই গ্রন্থকে চতুর্থ প্রকার প্রকরণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা– শশধরের (১১২৫খ্রিঃ) *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ*।

উপরোক্ত চার প্রকার প্রকরণগ্রন্থের মধ্যে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটি হল তৃতীয় প্রকার প্রকরণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই গ্রন্থটিতেও মূলতঃ বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলোর আলোচনা করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় পদার্থ গুণের বুদ্ধি নামক বিভাগের মধ্যে ন্যায়দর্শনের প্রমাণ পদার্থের অন্তর্ভাব করা হয়েছে।

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ গ্রন্থ। ভারতীয় গবেষণার ভাষায় এই গ্রন্থটির গ্রন্থ পরিমাণ ছয়শত শ্লোক। অর্থাৎ ৩২ × ৬০০ অক্ষর। এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। এর একটিমাত্র পুঁথি কলিকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে; পুঁথি সংখ্যা IM 3604।

২.২ গ্রন্থকার পরিচিতি:

New Catalogus Catalogorum (*NCC*) Vol. 8(৮) এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৩২) *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে একজন জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর নামই নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়া *NCC* Vol. 7 এ প্রাপ্ত বিবরণে (পৃ. ১৭০-১৭১) জয়গোবিন্দ নামের দুজন ও *NCC* Vol. 31 (পৃ. 8) এ প্রাপ্ত বিবরণে জয়গোবিন্দ নামের একজন শাস্ত্রকার নথিভুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে জয়গোবিন্দ নামের দুজন শাস্ত্রকারকে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলে অনুমান করা যেতে পারে। *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপের* রচয়িতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর সময়কাল হল ১৭৪০ সংবত্। এখানে সংবত্ বলতে বিক্রমসংবত্, অর্থাৎ ১৭৪০-৫৭ = ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এর কারণ হিসেবে *NCC*-তে প্রাপ্ত *insc. Poet. son of Maṇḍana Kavi (teacher of mīmāṃsā and vyākaraṇa) and protege of the Goṇḍ(gaḍhā) King Hṛidayasāhi;*

a. of the Rāmanagarapraśasti(1667 A.D.) [৩] – এই তথ্যটি সহায়ক। এখানে জয়গোবিন্দ নামক কবির যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এবং জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক প্রদত্ত যে তথ্য *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা প্রায় এক। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী নিজের জন্মের দ্বারা কোন ভূখণ্ডকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, তা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে উল্লেখ না করলেও গ্রন্থের পুষ্পিকাভাগে তাঁর পিতার নাম 'মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং মহামহিম শ্রীববিমণ্ডন ব্যাকরণ, ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনের অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা গ্রন্থে উল্লিখিত *পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণ* – এই বিশেষণ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অতএব *NCC* তে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যটি এবং গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থকারের প্রদত্ত তথ্যটির সাদৃশ্যবশতঃ অনুমান করা যায় যে, *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং *রামনগরপ্রশস্তি*র প্রণেতা জয়গোবিন্দ একই ব্যক্তি। এর প্রমাণস্বরূপ *রামনগরপ্রশস্তি*র একটি শ্লোকও পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ –

> सुकीर्तेर्मीमांसाविवरणगुरोस्तर्कजयिनः सुतेनच्छन्दोङ्गप्रवचनपटोर्मण्डनकवेः॥
> तदीयादेशेन व्यरचि जयगोविन्दविदुषा समासात्तद्वंशक्षितिपविषये वर्णनमिदम्॥ ५० ॥[৪]

এই শ্লোকটির অর্থ হল– কীর্তিমান্, মীমাংসাশাস্ত্রে পটু, তর্কজয়ী, ছন্দপ্রবচনে পটু মণ্ডনকবির পুত্র বিদ্বান্ জয়গোবিন্দের দ্বারা তাঁর আদেশে (অর্থাৎ রাজা হৃদয়শাহের আদেশে) তদ্বংশীয় রাজাদের বিষয়ে এই বর্ণনা রচিত হয়েছে।

প্রাচ্য অধ্যাপক জি. ভি. ভাবের মতে এই *রামনগরপ্রশস্তি*কার জয়গোবিন্দ জুঝোটিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন।[৫] তাই গ্রন্থকারের সমকালীন *রামনগরপ্রশস্তি*টির সময়কালকে (১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) সামনে রেখে অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থে উল্লিখিত সংবত্ হল বিক্রমসংবত্। এই হিসেবে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান গোণ্ডরাজা হৃদয়শাহের সমকালীন গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর লেখা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হওয়া যুক্তিযুক্ত। *NCC*-র এই সূত্র ধরেই গ্রন্থকারের জন্মস্থলেরও অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডরাজা হৃদয়শাহের সমকালীন মধ্যপ্রদেশনিবাসী এক পণ্ডিত ছিলেন।

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থটি ব্যতীত জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী *তর্করহস্য* নামেও ন্যায়দর্শনবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা এই গ্রন্থে উল্লিখিত *মৎকৃততর্করহস্যাদবসেয়ঃ* (Folio, 36b) – এইরকম পঙ্ক্তি থেকে সহজেই অনুমেয়।

এছাড়াও *NCC*-তে উল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি গোবিন্দ বাজপেয়ী নামক একজন কবি *বৃত্তকল্পদ্রুমঃ* নামে একটি ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৬] এই গোবিন্দ বাজপেয়ীর উপনাম জয়গোবিন্দ হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছে।[৭] সেই কারণে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের প্রণেতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এবং *বৃত্তকল্পদ্রুমঃ* নামক ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী – একই ব্যক্তি বলে অনুমান করা যায়। এই অনুমানটিকে আরও দৃঢ় করে পূর্বোক্ত *রামনগরপ্রশস্তির* শ্লোকটি।

২.৩ *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* নামাঙ্কিত পুঁথির বিবরণ :

এই প্রকরণগ্রন্থটির একটিমাত্র পুঁথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহালয় থেকে সংগ্রহ করেছি। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts – Indian Philosophy*[৮] তে প্রাপ্ত আলোচ্য পুঁথির বিবরণ নিম্নরূপ।

163

I.M. NO. 3604

Title : तर्कसिद्धांतसंक्षेपः
(Tarkasiddhāṃtasaṃkṣepaḥ)

By : Jaya Govinda Vājapayi

Substance : C.M.P

Size : 25 c.m × 8.5 c.m

Character : Nāgarī

Folia : 1-37

Lines in a page : 6, 7

Letters in a line : 42

Condition : Old, torn, pasted, complete

Date : Saṁvat 1740

Text begins : श्रीगणेशाय नमः।

आरभ्य द्वण्युकमनादिर..... सैवब्रह्माण्डं रचयति

.....तावदक्ष यो यः।

तं मुक्तामदमितजन्म संचितात्व व्याघात स्त्रि जगति

.....वित्तकस्य सा...।१।

आत्मतत्वज्ञानमपर्गहेतुस्तच्यपदार्थ विवेकाधीनमिति पदार्थतत्वमत्र विरच्यते।

It ends : शंखः पाण्डुर एवेत्यादौ विशेषण संगत्याऽयोगव्यवच्छेदः पार्थ एव धनुर्द्धर इत्यादौ विशेष व्यसंगतस्याऽन्य योग

व्यवच्छेदमित्याद्यनुरोधेनाऽन्य योग व्यवच्छेदस्याऽवश्यकत्वात्ते नैव सर्वत्रोपपत्तै रा(वा?) योग व्यवच्छेदादि बोध

एवकारादिति न तत्रशक्तिरित्याहुः। निरूपिता गुणाः। कर्मादयस्तु पदार्थाः प्रसंगत उक्ताः परीक्षा प्रपंचस्तु पदार्थानां तर्करहस्ये कृतस्तत हि एवते(ज्ञे?)य इति।

Colophon : इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणमहामहिमश्रीव(र)विमण्डनतनयेन श्रीजयगोविंद वाजपेइविरचिते तर्कसिद्धांतसंक्षेप समाप्तः।

Post colophon : शुभ। संवत् .....भवति।

तर्कसिद्धान्तसंक्षेप নামাঙ্কিত পুঁথিটির পত্র সংখ্যা হল সাঁইত্রিশটি। প্রকৃতপক্ষে, সাঁইত্রিশতম পত্রের সম্মুখ ভাগে (37a) ছয়টি পঙ্ক্তি লিখিত আছে। যথানিয়মে তুলটকাগজে লেখা পুঁথির প্রথম পত্রের সম্মুখ ভাগে (1a) কিছুই লেখা নেই। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts – Indian Philosophy* তে বিবৃত, পুঁথিটির প্রতিটি পত্রে ছয়টি করে

বা সাতটি করে পঙ্ক্তি লিখিত। গ্রন্থের পরিমাণ হল ছয়শত শ্লোক, অর্থাৎ মোট অক্ষরসংখ্যা ৬০০ × ৩২ = ১৯,২০০।

পুঁথিটি সংস্কৃতভাষায় দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। DCSM(IP) এ উল্লিখিত পত্রসমূহের পরিমাপ (size) 25 × 8 c.m.। পুঁথির পুষ্পিকাতে প্রাপ্ত লিপিকাল হল ১৭৪০ সম্বৎ, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথি। বার হিসেবে ভৃগু বাসরের অর্থাৎ শুক্রবারের উল্লেখ রয়েছে। পুষ্পিকাতে 'সম্বৎ ১৭৪০ কার্তিকে শুক্লদশম্যাং ভৃগুবাসরে সমাপ্তোঽয়ং ভবতি।' - এই বাক্য লিখিত হয়েছে। পুঁথিটির সামনের দিকের (Recto) পৃষ্ঠাকে 'a' এবং পিছনের দিকের (Verso) পৃষ্ঠাকে 'b' বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য পুঁথির মত এই পুঁথিও গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এছাড়া সমাপ্তিপত্রের উপরি অংশে গণেশ, রাম ও কৃষ্ণকে নমস্কার করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] প. উ. , অষ্টাদশ অধ্যায়, সম্পা. কপিলদেব ত্রিপাঠী, পৃ. - ১৭

[২] HIL, Page. 355-396

[৩] VML, NCC. Vol. 7, Page. 170, Column. b

[৪] *On the kings of Mandala, As Commemorated in A Sanskrit Inscription* (Vol. VII). JAOS, Page. 12

[৫] *Gaḍheśa-Nṛpa-varṇana-saṁgraha-ślokāḥ* : *A Newly Discovered Sanskrit Manuscript* In BORIA, G.V. Bhave. Vol. 28 (3-4). Page. 251.

[৬] VML, NCC. Vol. 31, Page. 4, Column. b

[৭] *তত্রৈব*

[৮] DCSM (Indian Philosophy), সম্পা. দেবব্রত সেনশর্মা, পৃ. – ১৩১-১৩২

৩.০ তৃতীয় অধ্যায়:

পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি

এই অধ্যায়ে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পুঁথিপাঠ ও ভাবানুবাদ করা হয়েছে। যে সমস্ত স্থলে কোনও বাক্য বা কোনও শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করার প্রয়োজন বলে বোধ হয়েছে, সেই সমস্ত স্থলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। দেবনাগরী হরফে লিখিত মূল পাঠের শুরুতে ইংরেজি অক্ষরে যে সংখ্যানির্দেশ (যেমন- 1b, 2a প্রভৃতি) করা হয়েছে, সেটি মূল পুঁথির পত্রসংখ্যা (Folio No.)। এই অধ্যায়ের মূলে সম্ভাব্য সংশোধিত রূপটি রাখা হয়েছে ও পুঁথিতে প্রাপ্ত যে রূপটিকে আমার অশুদ্ধ বলে মনে হয়েছে, তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। সেই ক্ষেত্রে পাদটীকায় সংখ্যানির্দেশ দেবনাগরী হরফে করা হয়েছে। অনুবাদ ও বিবৃতিতে ব্যবহৃত উল্লেখপঞ্জির জন্য অন্ত্যটীকার ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেইক্ষেত্রে বাংলা হরফে সংখ্যানির্দেশ করা হয়েছে। ব্যাকরণগত শুদ্ধতার কথা মাথায় রেখে 'বিবৃতি' অংশে বাংলা লিপিকে আশ্রয় করে সংস্কৃত ভাষাতে সমাস নির্ণয় করেছি।

(1 b)।। শ্রীগণেশায় নমঃ।।

আরভ্য দ্ব্যণুকমনাদিরঞ্জসৈব **ব্র**হ্মাণ্ডং রচয়তি তাবদক্ষয়ো যঃ।

তন্মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতস্ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ ॥১।

[**অন্বয়ঃ** – অক্ষয়ঃ অনাদিঃ যঃ তাবদ্ দ্ব্যণুকম্ আরভ্য অঞ্জসা এব ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি (সঃ যস্মাত্) মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ তত্ ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ]

(1 b) শ্রীগণেশকে নমস্কার।

অনুবাদ – যে অক্ষয় অনাদি (পুরুষ) দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত (সমস্ত পদার্থ) শীঘ্রই (অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রই) সৃষ্টি করতে পারেন; তিনি যেহেতু মুক্ত, মদরহিত অর্থাৎ অহঙ্কারাদিশূন্য এবং নির্দিষ্ট জন্মে সঞ্চিত পাপের বিনাশক বা (বহু) জন্ম সঞ্চিত পাপের বিনাশবিষয়ে জ্ঞানবান্ (অর্থাৎ

কীভাবে পাপের নাশ হবে তা জানেন) সেই হেতু ত্রিভুবনে বিত্তকের (অর্থাৎ জ্ঞানীদের বা সাধকদের) (তিনি) সাধ্য (অর্থাৎ প্রাপ্য বা উপাস্য)।

বিবৃতি - ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে জগতের কারণরূপে পরমাণু স্বীকৃত হয়েছে। এই পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক থেকে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু, ত্রসরেণু থেকে চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে মহৎ পৃথিবী, মহৎ জল, মহৎ বায়ু, মহৎ তেজ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি সর্বদা স্রষ্টাকে অপেক্ষা করে। মহৎ পৃথিবী, মহৎ জল প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশাল জগৎ নির্মাণ পরিমিত বুদ্ধি, পরিমিত প্রযত্নবিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব হয়। তাই সমস্ত পদার্থবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট এবং সর্বশক্তিমান কোনো ব্যক্তির পক্ষেই জগৎ নির্মাণ সম্ভব, তা স্বীকার করতে হবে। তাকেই ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। মঙ্গলপদ্যে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি নমস্কার ব্যক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের অন্ত বা ক্ষয় নেই, তাই ঈশ্বরকে অক্ষয় বলা হয়েছে। ঈশ্বরের আদিও নেই, তাই তিনি অনাদিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক থেকে ক্রমে সম্পদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ করা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ও কঠিন মনে হলেও ঈশ্বরের কাছে তা অনায়াসসাধ্য। তাই 'অঞ্জসা' এই অব্যয়টির ব্যবহারের দ্বারা এখানে ঈশ্বরের জগৎ নির্মাণে অনায়াসসাধ্যত্ব দ্যোতিত হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন 'পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' না বলে 'দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে' – এরকম কেন বলা হল? এর উত্তরে বলতে হবে যে, পরমাণু কার্যদ্রব্য নয়। তাই পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না। অনেকেই আবার পরমাণুকে ঈশ্বরের শরীররূপে উল্লেখ করেছেন।[১] তাই 'পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' - এরকম বললে অসঙ্গতি দেখা দেবে। অতএব এখানে গ্রন্থকার কেন 'দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে' বলেছেন তা বোঝা গেল।

মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ - এটি অক্ষয় অনাদি ঈশ্বরের বিশেষণ। এই পদটিকে দুইভাবে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। তা নিম্নরূপ -

(১) মুক্তশ্চাসৌ অমদশ্চেতি মুক্তামদঃ (কর্মধারয় সমাস)। মিতং (= নির্দিষ্টং পরিচ্ছিন্নং বা) জন্ম মিতজন্ম (কর্মধারয় সমাস), মিতজন্মসু সঞ্চিতঃ মিতজন্মসঞ্চিতঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), মিতজন্মসঞ্চিতাঃ অঘাঃ মিতজন্মসঞ্চিতাঘাঃ (কর্মধারয় সমাস), মিতজন্মসঞ্চিতাঘানাং ব্যাঘাতঃ (=

ব্যাঘাতকঃ, আয়ুর্বৈ ঘৃতমিতি প্রযোগবৎ ব্যাঘাতকে ব্যাঘাতারোপঃ)। মুক্তামদশ্চাসৌ মিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (কর্মধারয় সমাস)।

(২) মুক্তশ্চাসৌ অমদশ্চেতি মুক্তামদঃ (কর্মধারয় সমাস)। জন্মসু সঞ্চিতাঃ জন্মসঞ্চিতাঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস), জন্মসঞ্চিতাঃ অঘাঃ জন্মসঞ্চিতাঘাঃ (কর্মধারয় সমাস), জন্মসঞ্চিতাঘানাং ব্যাঘাতঃ জন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস), মিতং (= জ্ঞাতং) জন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ যেন সঃ মিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ (বহুব্রীহি সমাস)। মুক্তামদশ্চাসৌ মিতজন্মসঞ্চিতাঘ-ব্যাঘাতশ্চেতি মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ।

এই দুই প্রকার ব্যাকরণগত ব্যাখানের দ্বারা পদটির দ্বিবিধ অর্থ পরিস্ফুট হয়। 'মিত' শব্দটির এখানে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হল 'পরিমিত বা নির্দিষ্ট', অপরটি হল 'জ্ঞাত'। 'পরিমিত'রূপ অর্থে আবার 'মিত' শব্দটিকে একবার 'জন্মে'র বিশেষণরূপে, আরেকবার 'অঘে'র বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয়, যদি নির্দিষ্ট জন্মেরই বা নির্দিষ্ট পাপেরই বিনাশক হন, তাহলে সর্বকালের বা সর্ববিধ পাপের বিনাশক না হওয়ায় ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তা ব্যাহত হবে। এখানে বলতে হবে, ঈশ্বর সর্বকালের সর্ববিধ পাপ বিনাশে সক্ষম। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে কতবার জন্মগ্রহণ করেছেন বা কত পাপ করেছেন তা জানেন না, তাই নিজের জন্মের অনেকত্ব নিবারণ ও স্বকৃতপাপের ন্যূনতাকে নির্দেশ করেই এই মতের উল্লেখ করেছেন। এখানে 'মিত'পদের 'জ্ঞাত' অর্থও হয়। সেইরূপ অর্থগ্রহণে ঈশ্বর বহু জন্মের পাপের বিনাশে সক্ষমরূপেই প্রতিপাদিত হয়েছেন এবং সেই কারণে জ্ঞানীদের তিনি 'প্রাপ্য' বা 'উপাস্য'রূপে বিবেচিত করেছেন। এরদ্বারা মাদৃশ অধমেরও তিনি উপাস্য বা নমস্য – এইভাব ব্যক্ত করেছেন বিনয়াবনত গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী।

মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি প্রহর্ষিণী ছন্দে রচিত। এই ছন্দের লক্ষণে বলা হয়েছে – *ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্*।[২] অর্থাৎ পদ্যের প্রতিটি পাদ **ম, ন, জ, র, গ** – এই ক্রমে গণবিন্যাস থাকলে প্রহর্ষিণী ছন্দ হয়। **ম**গণের তিনটি বর্ণ গুরু, **ন**গণের তিনটি বর্ণ লঘু, **জ**গণের মধ্যবর্ণটি গুরু, **র**গণের মধ্যবর্ণটি লঘু হয় এবং একাক্ষরবিশিষ্ট **গ**গণটি গুরু হয়।

আরভ্য দ্ব্যণুকমনাদিরঞ্জসৈব
ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি তাবদক্ষয়ো যঃ।
তন্মুক্তামদমিতজন্মসঞ্চিতাঘ-
ব্যাঘাতস্ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ ।।

(37 a) শঙ্খঃ পা**ণ্ডুর** এবেত্যাদৌ বিশেষণসঙ্গতऽস্যাऽযোগব্যবচ্ছেদঃ, পার্থ এব ধনুর্দ্ধর ইত্যাদৌ বিশেষ্যসঙ্গতস্যাऽন্যযোগব্যবচ্ছেদ**রি**ত্যাদ্যনুরোধেনাऽন্যযোগ**ব্যব**চ্ছেদস্যাऽবশ্যক**ত্বা**ত্তেনৈব সর্বত্রো-পপত্তৌ **অ**যোগব্যবচ্ছেদাদিবোধ এবকারাদিতি ন তত্র শক্তিরিত্যাহুঃ। নিরূপিতা গুণাঃ। কর্মাদয়স্তু পদার্থাঃ প্রসঙ্গত উক্তাঃ। পরীক্ষাপ্রপঞ্চস্তু পদার্থানাং তর্করহস্যে কৃতস্তত হি এব **জ্ঞে**য ইতি।

ইতি শ্রীপদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণমহামহিমশ্রীববিমণ্ডনতনয়েন

শ্রীজয়গোবিন্দবাজপেইবিরচি**ত**[1]স্তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষে**পঃ** সমাপ্তঃ ।। **শুভম্** ।। **সংবত্** ১৭৪০

কার্ত্তিকশুক্লদশম্যাং ভৃগুবাসরে **সমাপ্তোऽয়ং** ভবতি ।

অনুবাদ – 'শঙ্খ পাণ্ডুরই' - ইত্যাদি স্থলে বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত 'এব' শব্দের অর্থ অযোগব্যবচ্ছেদ। 'পার্থই ধনুর্ধর' - ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত 'এব' শব্দের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি (প্রয়োগের) অনুরোধে অন্যযোগব্যবচ্ছেদেরই আবশ্যকতাবশতঃ (এবং) তার দ্বারাই সমস্ত স্থলের উপপত্তি সম্ভব হওয়ায় 'এব'-কারের অযোগব্যবচ্ছেদাদির বোধে শক্তি নেই - এরকম বলে থাকেন। গুণ নিরূপণ সমাপ্ত হয়েছে। কর্ম প্রভৃতি পদার্থগুলি প্রসঙ্গবশত পূর্বেই উক্ত হয়েছে। বিস্তারিতভাবে পদার্থের পরীক্ষা *তর্করহস্য* গ্রন্থে করা হয়েছে। সেখান থেকেই সেটি জানতে হবে। পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণ মহামহিম শ্রীববিমণ্ডনের পুত্র শ্রীজয়গোবিন্দ-বাজপেয়ী বিরচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* সমাপ্ত হল।

বিবৃতি – অবধারণার্থক এব অব্যয়ের তিনটি অর্থ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেগুলি হল – ১. অন্যযোগব্যবচ্ছেদ ২. অযোগব্যবচ্ছেদ এবং ৩. অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। অন্য অর্থাৎ ভিন্ন, যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ, ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। তাই অন্যযোগব্যবচ্ছেদ = বিশেষ্য থেকে ভিন্নে বিশেষণের সম্বন্ধের অভাব। যখন বিশেষ্যের সহিত উচ্চারিত এবশব্দটি বিশেষ্যভিন্ন পদার্থে বিশেষণরূপধর্মের সম্বন্ধকে বারণ করে তখন এবশব্দের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদ। যেমন 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' – এই

বাক্যে বিশেষ্যভূত পার্থপদের সমীপে উচ্চারিত এব শব্দটি ধনুর্ধরত্বরূপ বিশেষণকে পার্থ থেকে ভিন্ন ব্যক্তিতে নিষেধ করছে এবং বিশেষ্যেই বিশেষণটির সম্বন্ধ আছে তা প্রকাশ করছে। যখন 'এব'শব্দটি বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধাভাবকে নিষেধ করে তখন অযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ হয়। অযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ, তার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। তাই অযোগব্যবচ্ছেদ = বিশেষ্যে বিশেষণের অসম্বন্ধের অভাব। আর যখন এবকার ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হয় তখন তার অর্থ অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। অত্যন্ত অর্থাৎ অতিশয়িত, অযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধ, ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব। এই এব-কার প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয় যে বিশেষ্যভূত পদার্থে বিশেষণীভূত পদার্থটি যেমন থাকে তেমনই অন্য বিশেষণও থাকে।

পুঁথির শেষে 'জয়গোবিন্দ বাজপেই' – এই প্রকার গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু *NCC* তে 'বাজপেয়িন্'[১] লেখা আছে। তাই 'বাজপেয়িন্' শব্দটির প্রথমার একবচনের রূপটিকে (অর্থাৎ বাজপেয়ী) গ্রন্থকারের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছি।

অধিক বিস্তৃতির আশঙ্কায় এখানে প্রত্যেকটি পত্রের (Folio) পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি না দিয়ে, কেবলমাত্র মঙ্গলাচরণ ও পুষ্পিকা (colophon) অংশের পুঁথিপাঠ, ভাবানুবাদ ও বিবৃতি দেওয়া হল। এই গ্রন্থটির বাকি অংশে যে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হল-

৩.১. পদার্থ প্রকরণ (1b-2a) :

বৈশেষিক সম্মত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ উল্লেখ করেছেন। সেখানে সাতটি পদার্থের লক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। যেমন –

ক) দ্রব্যত্ববদ্ দ্রব্যম্।

খ) গুণত্বজাতিমান্ দ্রব্যকর্মান্যত্বে সতি সমবায়ানুযোগী বা গুণঃ।

গ) কর্মত্ববত্ কর্ম।

ঘ) নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্।

ঙ) একমাত্রসমবেতাঃ সমবেতশূন্যা বিশেষাঃ।

চ) নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ।

ছ) অভাবত্বোপধাধিমান্ অভাবঃ।

৩.২. পদার্থসাধর্ম্য প্রকরণ (2a-2b) :

পূর্বোক্ত সমস্ত পদার্থগুলির অভিধেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য উল্লেখ করে ছয়টি, পাঁচটি, চারটি, তিনটি, দুটি ক্রমে পদার্থগুলির সাধর্ম্য নিরূপণ করেছেন।

৩.৩. কারণ প্রকরণ (3a-5b) :

এই অংশে কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'কারণত্বং চান্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববর্তিত্বম্'। এরপর তিনি অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ বলেছেন– 'যস্য স্বাতন্ত্র্যেণ অন্বয়ব্যতিরেকৌ শরীরাদের্লাঘবঞ্চ নাস্তি তত্ত্বম্'। অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ নিরূপণ করে পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের ভেদ উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন। কারণের ভেদ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সমবায়াদি কারণত্রয়ের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন।

৩.৪. পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকরণ (6a-6b) :

পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব, গুণবত্ত্ব ইত্যাদি সাধর্ম্যগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এরপর কখনও দুটি দ্রব্য, কখনও তিনটি দ্রব্য, কখনও বা চারটি দ্রব্যকে নিয়ে তাদের সাধর্ম্য প্রদর্শিত হয়েছে।

৩.৫. গুণ সাধর্ম্য প্রকরণ (6b-9a) :

এই প্রকরণে কোনগুলি মূর্তগুণ, কোনগুলি অমূর্তগুণ, কোনগুলি একাশ্রিত, কোনগুলি বা অনেকাশ্রিত, কোনগুলি বিশেষগুণ, কোনগুলি সমানাসমানজাতীয়জনক গুণ, কোনগুলি অতীন্দ্রিয়গুণ প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩.৬. দ্রব্য প্রকরণ (9b-15a) :

এখানে পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের লক্ষণ, তদ্গত জাতি, তদ্গত জাতির সিদ্ধি, নিত্য অনিত্য প্রভৃতি ভেদে বিভাগ পুনরায় তাদের শরীরাদি ভেদে উপবিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর, তার অস্তিত্বে প্রমাণ, পুনর্জন্ম প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.৭. গুণ প্রকরণ (15a-20a) :

রূপ-রস প্রভৃতি চব্বিশপ্রকার গুণের লক্ষণ, তাদের নিত্য-অনিত্য ভেদে বিভাগ ও পাকজ-অপাকজ ভেদে বিভাগ, দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি-বিনাশ, সংযোগ-বিভাগের ভেদ, শব্দের ভেদ, জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

৩.৮. বুদ্ধি প্রকরণ (20a-37a) :

এই প্রকরণে বুদ্ধির লক্ষণ, বুদ্ধির ভেদ আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধির ভেদ প্রসঙ্গে স্মৃতি ও অনুভবের কথা এসেছে। এবং এই সঙ্গে প্রমা ও অপ্রমারূপ ভেদ, সবিকল্পক ও নির্বিকল্পকরূপ ভেদ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। অপ্রমা আলোচনা প্রসঙ্গে সংশয়াদি পদার্থত্রয় লক্ষণ ও পরীক্ষাপূর্বক বর্ণিত হয়েছে।

৩.৮.১. প্রামাণ্যবাদ (21b-22b) : গৃহীত জ্ঞান যথার্থ না অযথার্থ, তার প্রমাণ কীভাবে হবে তা সুষ্ঠুভাবে এই প্রকরণে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মীমাংসক মত অতি যত্নে উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করেছেন।

৩.৮.২. প্রমাণ প্রকরণ (22b-37a) : প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সন্নিকর্ষের প্রকার, প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ, কোন সন্নিকর্ষের দ্বারা কোন পদার্থ গৃহীত হয়, অনুমান প্রমাণ, ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতা, হেতুর পঞ্চরূপ, হেত্বাভাস, ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়, হেত্বাভাসের ভেদ, উপমান প্রমাণ, উপমান প্রমাণের সহকারি কারণ, উপমিতির ফল, শব্দ প্রমাণ, বৃত্তি, শক্তিগ্রহের উপায়, পদবিভাগ, পদের শক্যার্থ লক্ষণা, শাব্দবোধের রীতি, বিধি ও তার ভেদ, এব-কারের অর্থ প্রভৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সমাপ্তি করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] VML, NCC. Vol. 8, Page. 132, Column. b

৪.০ চতুর্থ অধ্যায় :

তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা

জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী রচিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির অনুবাদ এবং বিবৃতি পূর্বের অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের সমীক্ষাত্মক আলোচনা করব। সমীক্ষার মাধ্যমে কোনও বস্তুর যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয়। এবং এই সমীক্ষা সমীক্ষ্যমাণ বিষয়ের সহিত সজাতীয় বস্তুর তুলনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই এই অধ্যায়ে আমি *তর্কভাষা, তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ* প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির সহিত তুলনা এবং গ্রন্থকারের দ্বারা প্রতিপাদিত ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা বা অযথার্থতা যথাবুদ্ধি প্রকরণ অনুসারে যুক্তির সহিত আলোচনা করব।

৪.১ মঙ্গলাচরণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : ভারতীয় পরম্পরায় মঙ্গলাচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারম্পরিক বিষয়। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী শিষ্টগণপরিপালিত তাদৃশ পরম্পরা অনুসরণ করে নিজ গ্রন্থারম্ভেও মঙ্গলাচরণ করেছেন। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেই প্রথমে স্মরণ বা নমস্কার করেছেন। কিন্তু অবহিতচিত্তে নিরীক্ষণ করলে আমরা দেখতে পারি যে, পদ্যে এমন কোনও পদ নেই যা নমস্কারবাচক। এখানে সমাধানরূপে বলতে হবে যে, নমস্কারাদিবাচক পদের প্রয়োগ না হলেও 'অঞ্জসৈব ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি' এবং 'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতস্ত্রিজগতি বিত্তকস্য সাধ্যঃ' এই দুটি পদ্যাংশের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রণতি ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণ জীব কর্তৃক জগতের সৃষ্টি অসাধ্য এবং জীবের দ্বারা বহুজন্মার্জিত পাপের বিনাশও অসম্ভব। তাদৃশ অসম্ভব কর্ম যিনি সাধন করেন তিনি নমস্কারের যোগ্যই হন। 'অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ' এই বিশেষণের দ্বারা ঈশ্বরের কারুণ্যগুণ ব্যঞ্জিত হয়েছে এবং এখানে তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি নমস্কারের মাধ্যমে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হবে গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

মঙ্গলপদ্যে গ্রন্থকার পাপের বিনাশকরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, *অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্* [১]– এই সর্বদার্শনিক গৃহীত সিদ্ধান্তানুসারে শুভ

এবং অশুভ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যদি ভোগের দ্বারাই কর্মফলের বিনাশ হয় তবে কীভাবে ঈশ্বর অনেক জন্মার্জিত পাপ বিনাশে সুপটু হন? এখানে বলতে হবে, ঈশ্বরের স্মরণ, মনন জীবকে অশুভ কর্ম করা থেকে বিরত করে। তার ফলে নতুন কোনও অশুভ কর্ম জনিত ফল তাকে ভোগ করতে হয় না। শুধুমাত্র প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগেই তার মুক্তি হয়। "নতুন কোনও অশুভ কর্মের ফলভোগ করতে হয় না" - এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার ঈশ্বরকে *অমিতজন্মসঞ্চিতাঘব্যাঘাতঃ* ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করেছেন। অথবা ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই তা আমরা পুরাণে নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব প্রভৃতি বৃত্তান্ত লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থকার ঈশ্বরকে পাপের বিনাশকরূপে উল্লেখ করেছেন তা বলা যেতে পারে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হলে তার প্রতি নমস্কার প্রভৃতি সঙ্গত হয়। তাই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই পদ্যে 'আরভ্য দ্ব্যণুমনাদিরঞ্জসৈব ব্রহ্মাণ্ডং রচয়তি তাবদক্ষয়ো যঃ' এই অংশের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক অনুমানপ্রমাণও প্রদর্শন করেছেন। অনুমানটি হল– "দ্ব্যণুকমারভ্য ব্রহ্মাণ্ডং কর্তৃজন্যং কার্যত্বাত্, ঘটবত্"। এখানে ঘট প্রভৃতি কার্য যেমন কর্তাকে অপেক্ষা করে তেমনই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি এমন কাউকে অপেক্ষা করে যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিধ অপরোক্ষজ্ঞানের অধিকারী, তিনিই ঈশ্বর। এখানে প্রশ্ন হয়, শুধুমাত্র 'দ্ব্যণুক'কে পক্ষ করলে কী অসুবিধা হত? এর উত্তরে বলতে হবে, দ্ব্যণুককে সমস্ত নৈয়ায়িকই স্বীকার করেননি। তাছাড়া সেটি অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে চার্বাকগণ। তাই শুধুমাত্র 'দ্ব্যণুক'কে পক্ষ না করে 'দ্ব্যণুকমারভ্য ব্রহ্মাণ্ডম্' কে পক্ষরূপে উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশ্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডকেই পক্ষরূপে উল্লেখ করলে হত, দ্ব্যণুককে পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ক্ষুদ্র কার্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মহৎ কার্যের প্রতি ঈশ্বরই কর্তা, তিনি সর্ববিধ কার্যেরই নিমিত্তকারণ – এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্যই দ্ব্যণুককেও পক্ষান্তর্গত করা হয়েছে। এইভাবে গ্রন্থকার ন্যায়দর্শন সম্মত সিদ্ধান্তানুকূল মঙ্গলাচরণটি প্রস্তুত করেছেন, যা এই গ্রন্থকে অন্যান্য গ্রন্থের থেকে অনন্যতা প্রদান করেছে।

৪.২ সপ্ত পদার্থ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সাত প্রকার পদার্থের উল্লেখ রয়েছে। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীও সেই ক্রমের বৈপরীত্য ঘটাননি এবং আত্মতত্ত্ববিষয়ে সংশয়ের নিবারক মননের উপযোগী হওয়ায় ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থের জ্ঞান মোক্ষোপযোগী

তা অস্বীকার করা যায় না। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই– 'আত্মতত্ত্বজ্ঞানমপবর্গহেতুস্তচ্চ পদার্থ-বিবেকাধীনম্...'।[২] এই বাক্য উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চতুর্থ পদার্থরূপে সমান্য বা জাতি উল্লিখিত হয়েছে। এই সামান্যের ভেদ নিরূপণকালে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলেছেন– 'তত্ ত্রিধা পরমপরং পরাপরঞ্চেতি'।[৩] এই যে ভেদ তিনি দেখিয়েছেন তা *প্রশস্তপাদভাষ্য* বা *বৈশেষিকসূত্রে* দেখতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার ভেদ আমরা জগদীশ তর্কালঙ্কারের *তর্কামৃত*, বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী*, কৌণ্ডভট্টের *পদার্থদীপিকায়* দেখতে পাই। তাই গ্রন্থকারের এইপ্রকার ভেদ নিরূপণ স্বকপোলকল্পিত নয়। কিন্তু বিভাগ বলতে বুঝি *সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নাং পরস্পরবিরুদ্ধ-সাক্ষাত্তদ্ব্যাপ্যধর্মপুরস্কারেণ ধর্মিপ্রতিপাদনম্*[৪] অর্থাৎ বিভাগ হল সামান্যধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন পদার্থগুলির পরস্পরবিরুদ্ধ ও সেই সামান্যধর্মের সাক্ষাদ্ব্যাপ্যধর্মযুক্তরূপে ধর্মীর প্রতিপাদন। এখানে সামান্যধর্ম হবে 'সামান্যত্ব' এবং তার দ্বারা ব্যাপ্য হল পরত্ব, অপরত্ব ও পরাপরত্ব – এই তিনটি ধর্ম। কিন্তু পরত্ব, অপরত্ব ও পরাপরত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট নয়, যেহেতু দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিতে পরত্ব ও অপরত্ব – এই উভয়বিধ ধর্ম বর্তমান। তাই বিভাগের লক্ষণের কথা মাথায় রেখে বিচার করলে গ্রন্থকার কৃত সামান্যের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয় বলেই বিবেচিত হয় এবং এর ফলে সূত্রগ্রন্থগত বিভাগও উপপন্ন হয়।

৪.৩ পদার্থসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : প্রথমেই জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী দ্রব্য প্রভৃতি ছয় প্রকার পদার্থের ভাবত্বরূপ সাধর্ম্যের কথা বলেছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও অভাব – অনেক হওয়ায় এগুলির সাধর্ম্য হল অনেকত্ব। এই ছয়টির মধ্যে প্রথম পাঁচটি সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয়; যেহেতু দ্রব্যে, গুণে ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ থাকতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য 'সমবেতসমবেতবৃত্তি' পদার্থবিভাজক উপাধিবিশিষ্ট হয়।[৫] এই সাধর্ম্যটি আমরা *প্রশস্তপাদভাষ্যে* দেখতে পাই না। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থেও নেই। এই চারটির মধ্যে প্রথম তিনটি পদার্থ সত্তা নামক জাতিবিশিষ্ট হয় এবং অদৃষ্টের সাধন হয়। 'অদৃষ্টসাধনত্ব'রূপ সাধর্ম্যটি নতুনভাবে গ্রন্থকার সংযোজন করেছেন। অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম আমাদের কর্মজন্য। আমাদের কর্মের সাধন হয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম। লৌকিক জীবনযাপনে সামান্য প্রভৃতিকে আমরা সাক্ষাৎভাবে নিজেদের কর্মের সহায়ক মনে করি

না। তাই পূর্বোক্ত তিনটি পদার্থের সাধর্ম্যরূপে 'অদৃষ্টসাধনত্ব'রূপ ধর্মটি উল্লিখিত হয়েছে। গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যরূপে বলা হয়েছে 'দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্বম্'।[৬] এই সাধর্ম্যটি অন্য কোনও ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থে আমরা পাইনি। এমনকি *দিনকরী* প্রভৃতি নব্যন্যায়ের গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার স্ববুদ্ধিসহায়ে এই সাধর্ম্যের উল্লেখ করেছেন।

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্যের উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থে কর্মাদির সাধর্ম্যেরও উল্লেখ পাই। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণের দ্বারা গ্রন্থের ন্যূনতাদোষ পরিহার পূর্বক গ্রন্থের সম্পূর্ণতা বিধানের চেষ্টা করেছেন।

৪.৪ পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যের সমীক্ষাত্মক আলোচনা : গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের লক্ষণ অসাধারণগুণবিশিষ্টরূপে এবং তৎ তৎ জাতিবিশিষ্টরূপে নিরূপণ করেছেন। তার কারণ হল, দ্রব্য উৎপত্তিকালে গুণহীন থাকে। তাই তাদৃশ গুণবিশিষ্টরূপে দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করলে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে তিনি বিকল্প লক্ষণরূপে জাতিঘটিত লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। জাতি উৎপত্তিকালীন দ্রব্যেও বর্তমান থাকায় কোনও দোষের প্রসক্তি ঘটে না।

পৃথিবীত্ব জাতির সিদ্ধি গ্রন্থকার 'গন্ধসমবায়িকারণতাবচ্ছেদক'রূপে দেখিয়েছেন। অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থেও এই পদ্ধতি অবলম্বনে জাতির সিদ্ধি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জাতির সিদ্ধি ছাড়াও বাধবুদ্ধির প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয়তাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি দেখিয়েছেন। যেমন– 'ইয়ং ন পৃথিবী ইতি এতাদৃশবাধ-বুদ্ধিপ্রতিবন্ধজ্ঞানবিষয়তাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধ্যতি'।[৭] এইপ্রকার জাতির সিদ্ধি ন্যায়বৈশেষিকের অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে দেখা যায় না।

মনের লক্ষণে গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী মনস্ত্বজাতিকে অবলম্বন করেছেন এবং বিকল্পরূপে 'নিঃস্পর্শাণুত্ববত্' বলেছেন।[৮] লক্ষণটি এইভাবে করায় *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থোক্ত মনের লক্ষণের তুলনায় তা লঘু হয়েছে। এরই সঙ্গে মনের স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *তর্কসংগ্রহে* মনের যে লক্ষণটি প্রদত্ত হয়েছে তার দ্বারা মনের কার্যগতবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

৪.৫ পৃথিবী প্রভৃতি নয়প্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : পৃথিবী প্রভৃতি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের প্রকরণে গ্রন্থকার বলেছেন দ্রব্যত্ব, গুণবত্ত্ব ও স্বসমবেতকার্যজনকত্ব প্রভৃতি হল সাধর্ম্য। এই 'স্বসমবেতকার্যজনকত্ব'[৯]রূপ সাধর্ম্যটির উল্লেখের কারণ হল দ্রব্যই সমস্ত কার্যের সমবায়িকারণ হয়। অন্য কোনও পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল- ভূতপদার্থত্ব। কিন্তু সেই ভূতপদার্থত্ব বলতে কী বুঝবো? তার উত্তরে বলেছেন– 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বং স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্বম্ বা'।[১০] পূর্বোক্ত প্রতিটি দ্রব্যেই হয় স্পর্শ আছে অথবা শব্দ আছে। তাই সেগুলি 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্'। 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব' অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, স্নেহ ও শব্দ – এই বিশেষগুণগুলি আত্মাতে থাকে না, কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যে থাকে। এখানে ভূতত্বের লক্ষণটি নতুন আঙ্গিকে দিয়েছেন। কারণ, *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে ভূতত্বের লক্ষণে পাই *বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বম্*।[১১] এই লক্ষণটির অপেক্ষায় পূর্বোক্ত 'আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বম্' ও 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্বম্' – এই দুটি লক্ষণেই শরীরকৃত ও উপস্থিতিকৃত লাঘব রয়েছে। যদিও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে 'অথবা কল্পে' *আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বরূপ*[১২] লক্ষণটি উক্ত হয়েছে তবুও 'স্পর্শশব্দান্যতরবত্ত্ব'রূপ লক্ষণটি নতুনত্বের দাবি রাখে।

৪.৬ গুণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চব্বিশ প্রকার গুণের আলোচনা *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি গুণের লক্ষণ তৎ তৎ জাতি স্বীকার করে নিরূপণ করেছেন। কিন্তু সংস্কারের লক্ষণে তিনি সংস্কারত্বজাতি স্বীকার করেননি। শুধুমাত্র 'সংস্কারত্ববান্ সংস্কারঃ' – এইভাবে লক্ষণ করেছেন।[১৩] কারণ, সংস্কারত্বকে কোনও কোনও দার্শনিক জাতিরূপে স্বীকার করেছেন, কোনও কোনও দার্শনিক তা স্বীকার করেননি। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেননি। তার প্রথম কারণ, চব্বিশ প্রকার গুণের প্রত্যেকটি লক্ষণ জাতিঘটিতরূপে উল্লেখ করা হলেও সংস্কারের লক্ষণে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল, বিশেষগুণের লক্ষণনিরূপণের সময় গ্রন্থকার 'সংস্কারত্বজাত্যঙ্গীকারে তু ভাবনাবৃত্তিত্বমপি দেয়ম্'[১৪] – এই উক্তি করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সংস্কারত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেননি।

ন্যায়বৈশেষিকের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হল সংখ্যা। তার মধ্যে আবার দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের ক্ষেত্রে তিনি দুটি ক্রমের উল্লেখ করেছেন। সেখানে একটি ক্রম হল– প্রথম ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি, দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের উৎপত্তি, তৃতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান, চতুর্থ ক্ষণে 'দ্বৌ ইমৌ' ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধির উৎপত্তি এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ। দ্বিতীয়টি হল– প্রথম ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি, দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের উৎপত্তি, তৃতীয় ক্ষণে দ্বিত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান, চতুর্থ ক্ষণে দ্বিত্বের সবিকল্পক জ্ঞান এবং পঞ্চম ক্ষণে 'দ্বৌ' এই বুদ্ধি। এই দুটি মতের মধ্যে গ্রন্থকার প্রথম মতটি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই মতটি আমরা অন্যত্র পাইনি। গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতটিকে কোনও কোনও দার্শনিকের মতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা চিরাচরিত বৈশেষিক সিদ্ধান্ত দেখলে বুঝতে পারি যে, দ্বিতীয় ক্রমটিই বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। তাই গ্রন্থকার কেন দ্বিতীয় ক্রমটিতে দোষ প্রকাশ করেছেন তা বোধগম্য হয় না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয়নি। গুরুত্ব অতীন্দ্রিয়রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।[১৫] কিন্তু *ন্যায়লীলাবতী*কার গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন। সেই মতের উল্লেখ এই গ্রন্থে জয়গোবিন্দবাজপেয়ী করেছেন। *ন্যায়লীলাবতী*কার বল্লভাচার্যের মতে– *যদি বা ক্বচিদদৃষ্টাপেক্ষত্বাগিন্দ্রিয়ব্যঞ্জনীয়ত্বেনান্যত্রানুমানপ্রবৃত্তেঃ*। যদিও এই মত সার্বিকভাবে গৃহীত হয়নি। গুরুত্বের প্রত্যক্ষত্ব বিষয়ে এতাদৃশ মতের উল্লেখ আমরা *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থে পাই না।

৪.৭ গুণসাধর্ম্য বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা : গুণের সাধর্ম্য বলতে গিয়ে গ্রন্থকার প্রথমে বলেছেন যে গুণত্বই হল সমস্ত গুণের সাধর্ম্য। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষগুণ, আর কতকগুলি সামান্যগুণ। বিশেষগুণের তালিকায় রয়েছে– বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা সংস্কার, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।[১৬] অবশিষ্ট গুণগুলি সামান্যগুণ বলে বিবেচিত হয়। এই বিশেষগুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'স্পর্শাবৃত্তিবায়ুসমবেতসমবেতরহিতত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্। সংস্কারত্বজাত্যঙ্গীকারে তু ভাবনাবৃত্তিত্বমপি সমবেতবিশেষণং দেয়ম্'।[১৭] তখন লক্ষণটি হবে– ''স্পর্শাবৃত্তিভাবনাবৃত্তিবায়ু-সমবেতসমবেতরহিতত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্''। এই লক্ষণটি *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর দিনকরী* টীকাতে উল্লিখিত বিশেষগুণলক্ষণের সমতুল।[১৮] উল্লিখিত বিশেষগুণগুলির মধ্যে রূপ,

রস, গন্ধ ও স্পর্শ – এই চারটি গুণ পাকজ ও অপাকজভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু পাকজ রূপাদি বিশেষগুণ হবে কি না? তার উল্লেখ কোনও প্রকরণগ্রন্থে এযাবৎ পর্যন্ত উপলব্ধ হয়নি। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে উল্লিখিত শব্দের বিশেষগুণত্বসাধক অনুমানে[১৯] উল্লিখিত হেতু থেকে বুঝতে পারি অপাকজ রূপকে বিশেষগুণরূপে স্বীকার করলেও পাকজরূপ প্রভৃতিকে বিশেষগুণরূপে স্বীকার করা যাবে না। কারণগুণপূর্বক গুণের গণনায় *ভাষাপরিচ্ছেদে* বেগের উল্লেখ নেই। এবং সেই বেগ বলতে কর্মজ বেগ বুঝতে হবে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। প্রকৃত গ্রন্থকার সেই সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। গ্রন্থকার এতদতিরিক্ত আরও গুণসাধর্ম্যের কথা বলেছেনে যা *প্রশস্তপাদভাষ্য, ভাষাপরিচ্ছেদ* প্রভৃতি গ্রন্থে পাই না। যেমন– রূপ, রস, গন্ধ, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং স্থিতিস্থাপক সংস্কারের স্পর্শব্যাপ্যত্ব; গন্ধ, মধুর ভিন্ন রস এবং শুক্ল রূপের পৃথিবীমাত্রবৃত্তিত্ব; স্নেহ, শৈত্য এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের জলমাত্রবৃত্তিত্ব; উষ্ণত্ব এবং ভাস্বরত্বের তেজোমাত্রবৃত্তিত্ব; পরত্ব-অপরত্বের দিক্-কালপিণ্ডসংযোগজত্ব প্রভৃতি অনেক নতুন নতুন সাধর্ম্যের কথা বলেছেন। এই সমস্ত নতুন নতুন সাধর্ম্য উল্লেখের মাধ্যমে গ্রন্থকার পাঠার্থীদের প্রতি নতুন চিন্তাভাবনার পথের ঈঙ্গিত দিয়েছেন।

৪.৮ অযথার্থ জ্ঞান বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত অযথার্থ জ্ঞান তিন প্রকার – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। সংশয় হল একটি ধর্মীতে বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞান। যেমন– অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা। এই জ্ঞানে ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন হল একটি ধর্মী এবং পুরুষত্ব ও স্থাণুত্ব হল ধর্ম। সেই ইদন্ত্বাবচ্ছিন্নে পরস্পর বিরুদ্ধ পুরুষত্ব ও স্থাণুত্ব ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় এটি সংশয়াত্মক জ্ঞান। এই সংশয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী বলেছেন– 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহ্যেকধর্মিতাবচ্ছেদকক-বিরোধসংসর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ'। এই লক্ষণটি অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থে উল্লিখিত সংশয়লক্ষণের থেকে একটু ভিন্ন। 'একধর্মিতাবচ্ছেদককবিরোধসংসর্গকভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ' এই অংশটি অন্যান্য ন্যায়বৈশেষিকের প্রকরণগ্রন্থে সুলভ। কিন্তু কোনও স্থলেই 'অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্যতরকাদ্যবগাহি' – এই অংশটি আমরা দেখতে পাই না।

বৈশেষিকদর্শনে অবিদ্যা বা অযথার্থ অনুভব চার প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার অযথার্থ অনুভবের তিন প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। কিন্তু এইরকম সংখ্যায় ন্যূনতা কেন তা

গ্রন্থকার নিজেই নির্দেশ করেছেন। এইভাবে গ্রন্থকার সমস্ত আক্ষেপের সমাধান উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

৪.৯ কারণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অতি চর্চিত বিষয় হল কারণ। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সেই কারণের আলোচনা করেছেন। কারণের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে কারণের লক্ষণ না বলে কারণতার লক্ষণ উল্লেখ করেছেন।[২০] সেই লক্ষণে *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থের সহিত পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু কারণলক্ষণান্তর্গত অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ তিনি দিয়েছেন, যা অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে এতাদৃশ শব্দের দ্বারা পৃথকভাবে অনুপস্থিত।

তর্কসংগ্রহের পদকৃত্যাদি টীকাগ্রন্থে 'নিয়তপূর্ববর্তি' পদ অপ্রয়োজন বলে উল্লিখিত হয়েছে।[২১] কিন্তু গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কারণতার লক্ষণে প্রবিষ্ট 'নিয়তপূর্ববর্তিত্ব' অংশটির যথার্থতা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'এতেন অন্যন্যথাসিদ্ধত্বদলেনৈব রাসভাদিবারণে নিয়তপূর্ববর্তিত্বাংশ বিফল ইতি পরাস্তম্। অনন্তরাসভত্বাদীনাং প্রাতিস্বিকরূপেণ ভেদকূটপ্রবেশে ইতি গৌরবাত্'।[২২] কারণপ্রসঙ্গে অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থে লক্ষণগত এইপ্রকার দলপরীক্ষা অবর্তমান।

৪.১০ প্রমাণ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা :

৪.১০.১. প্রত্যক্ষ - প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই গ্রন্থে ন্যায়সম্মত চার প্রকার প্রমাণের আলোচনা করেছেন। সেখানে প্রথমে প্রত্যক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমিতির কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমিতিত্ব জাতি এবং তার অস্তিত্বে প্রমাণ দেখিয়েছেন। জাতিঘটিত লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু জাতিঘটিত লক্ষণ হয়তো প্রাথমিকভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে এই চিন্তায় তিনি 'জ্ঞানাকরণকং বা জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' – এই প্রসিদ্ধ লক্ষণের অবতারণা করেছেন। এরপর নির্বিকল্পকাদি ভেদে প্রত্যক্ষের বিভাগ এবং নির্বিকল্পকজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও তার অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। *তর্কসংগ্রহে* এই আলোচনা অনুপস্থিত। এরপর গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ এবং সন্নিকর্ষ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

৪.১০.২. অনুমান – ন্যায়দর্শনে অনুমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী অনুমানপ্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে অনুমিতি প্রমিতির লক্ষণ বলেছেন। এখানে তিনি দুই প্রকার লক্ষণের উল্লেখ করেছেন, একটি পরামর্শজন্যত্ব, অপরটি জাতিঘটিত। যথা- 'ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব' ও 'যৎকিঞ্চিদনুমিতিবৃত্তিপ্রত্যক্ষাবৃত্তিসমবায়িত্বম্'। হেত্বাভাসের দুটি লক্ষণ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন- 'অনুমিতিতৎকরণান্যতরবিরোধি-যথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বম্' ও 'যাদৃশবিশিষ্টবিষয়কজ্ঞানত্বম্ অনুমিতিতৎকরণজ্ঞানান্যতরবিরোধিতা-বচ্ছেদকম্ তাদৃশবিশিষ্টবিষয়ত্বম্ বা হেত্বাভাসত্বম্'। এই দুটি লক্ষণ *তত্ত্বচিন্তামণি*র সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণে বর্তমান। এরপর প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের লক্ষণ, বিভাগ যথাযোগ্যভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং বিবিধ আক্ষেপ নিরসনপূর্বক হেত্বাভাসের পঞ্চবিধত্বও প্রতিপাদিত হয়েছে। এইভাবে অনুমান প্রকরণের সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন।

৪.১০.৩. উপমান - ন্যায়দর্শনে উপমান একটি অন্যতম প্রমাণ। *ভাষাপরিচ্ছেদা*দি গ্রন্থে উপমিতির উৎপত্তিতে সাদৃশ্যজ্ঞানকে করণ, অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণকে ব্যাপার বলা হয়েছে। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার এখানে ভিন্ন মত প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে 'সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যা২গৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞান' হয় উপমিতির করণ অর্থাৎ উপমান এবং সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যা২গৃহীতশক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞানজন্য স্মরণ হয় ব্যাপার। সাদৃশ্যাদিবিশিষ্টে বিশিষ্যা২গৃহীত-শক্তিকপদবাচ্যতাজ্ঞানের আকার হল "গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ"। এই জ্ঞানের স্মরণ হল ব্যাপার। গবয়ত্বাদিবিশিষ্টে গবয়াদির সাদৃশ্যজ্ঞান হল সহকারী কারণ। এখানে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমার মতে, উপমানের নির্ধারণে গ্রন্থকার যথাযথই বলেছেন। অনুভব তজ্জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন করে এবং সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে সংস্কারজনক অনুভবের স্মরণ হয়। সম্প্রদায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে উপমিতির ক্ষেত্রেও অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ *গোসদৃশঃ গবয়ঃ* হওয়ায় তার অনুভবও তাদৃশ হয়। জয়গোবিন্দ বাজপেয়ীর মতেও 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' উপমান হওয়ায় এই জ্ঞান তৎসদৃশ অর্থাৎ গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ এই আকারে স্মরণাত্মক জ্ঞানকে উৎপন্ন করবে, যা সম্প্রদায়সিদ্ধ অতিদেশবাক্যার্থস্মরণের তুল্য। তাই উভয়মতেই 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' এই স্মরণাত্মক জ্ঞান ব্যাপার হওয়ায়, তার জনক অনুভবকে করণ বলাই সঙ্গত এবং সেক্ষেত্রে উপস্থিতিকৃত লাঘবও

হয়। আর শাব্দবোধের প্রতি শক্তিজ্ঞানকে সহকারী কারণ স্বীকারের মতো সাদৃশ্যজ্ঞানকে স্বীকার করায় কোনও অসঙ্গতি দেখা যায় না। আর সাদৃশ্যজ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করলে 'গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ' এই স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানকে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলতে হয়। কিন্তু স্মৃতির জনক সংস্কার হয়, যা অনুভবজন্য। সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে স্মরণ উৎপন্ন হয় না।

৪.১০.৪. শব্দ – ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অন্তিম প্রমাণরূপে শব্দ স্বীকৃত হয়েছে। গ্রন্থকার প্রথমেই শাব্দবোধ কী? শাব্দবোধের প্রতি করণ, ব্যাপার কী হবে? তা উল্লেখ করেছেন। শাব্দবোধে বৃত্তিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতটা তা উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শক্তিগ্রহের উপায়ের কথা বলা হয়েছে। শাব্দবোধ কীভাবে হবে অর্থাৎ পদার্থে পদার্থের অন্বয় কীভাবে হবে? তা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে দুটি মতবাদের উল্লেখ হয়েছে– একটি হল 'খলে কপোতন্যায়ে' যুগপৎ অন্বয়, অন্যটি হল 'রাজপুরপ্রবেশন্যায়' অনুসারে ক্রমানুসারী অন্বয়। যুগপৎ অন্বয়ের ক্ষেত্রে খলে কপোতন্যায়ের উল্লেখ অন্যান্য গ্রন্থে পাই। কিন্তু পদার্থের ক্রমিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন লৌকিকন্যায় প্রযোজ্য হবে? অন্যান্য গ্রন্থে তার উল্লেখ দেখা যায় না। গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী ক্রমিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে সেই ন্যায়ের উল্লেখ করে আকাঙ্ক্ষাকে প্রশমিত করেছেন।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে পর্যালোচিত বিষয় বহু ও বিস্তৃত। কিন্তু পাঠার্থীর সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তভূত বিষয়ের মঞ্জূষাতুল্য। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মিলিতরূপ তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত সুচারুরূপে সংরক্ষিত হওয়ায় গ্রন্থটি অন্বর্থসংজ্ঞক হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] দেবী. ভা. , সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন, পৃ. - ৪৯৯

[২] ত. সি. সং. , (Folio – 1b)

[৩] *তত্রৈব*

[৪] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – ১৭

[৫] ত. সি. সং. , Folio – 2b

[৬] *তত্রৈব*

[৭] ত. সি. সং. , Folio – 9b

[৮] 'মনস্ত্বজাতিমত্' – ত. সি. সং (Folio – 15a)

[৯] *তদেব,* (Folio -6a)

[১০] *তত্রৈব*

[১১] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. – ১২১

[১২] *তদেব,* পৃ. - ১২৩

[১৩] ত. সি. সং (Folio -18a)

[১৪] *তদেব,* (Folio – 7a)

[১৫] 'গুরুত্বধর্মাধর্মভাবনাঃ হ্যতীন্দ্রিয়াঃ' - প্র. পা. , সম্পা. দুর্গাধর ঝা, পৃ. – ২৩৬

[১৬] ভা. প. , সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, কারিকা – ৯০-৯১, পৃ. - ৪৮৮

[১৭] ত. সি. সং. , (Folio - 7a)

[১৮] 'ভাবনান্যো যো বায়ুবৃত্তিবৃত্তিস্পর্শাবৃত্তিধর্মসমবায়ী তদন্যত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বম্' – দিন. , সম্পা. রাজারাম শুক্ল, পৃ. - ২৪৫

[১৯] শব্দঃ নিস্পর্শবদ্বিশেষগুণঃ অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বকপ্রত্যক্ষত্বাৎ। ত. সি. সং. , (Folio - 12b)

[২০] কারণত্বং চান্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববর্তিত্বম্। - *তদেব* , (Folio - 3a)

[২১] দণ্ডত্বাদিবারণায় অনন্যথাসিদ্ধত্ববিশেষণস্যাবশ্যকত্বেন তত এব রাসভাদিবারণসম্ভবে নিয়তপদমনর্থকমেব। - ত. সং. , সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৬৯

[২২] ত. সি. সং. , (Folio – 4b-5a)

উপসংহার :

মাতৃকাকারে লব্ধ অপ্রকাশিত *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থটির পাঠোদ্ধারপূর্বক সমীক্ষাত্মক অধ্যয়নের মাধ্যমে যে বিষয়গুলি উন্মোচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই হল নামকরণের যথার্থতা। এই গ্রন্থটির নামকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ানুসারী হয়েছে, কারণ ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপাদিত মূল বিষয়গুলিই পাঠার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করলে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞান লাভ হবে এবিষয়ে *কোনও* সন্দেহ নেই। এছাড়া ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অপরাপর গ্রন্থগুলির তুলনায় এই গ্রন্থ সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত হয়েছে।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য প্রকরণগ্রন্থের তুলনায় *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থের অভিনবত্ব নিম্নে প্রদর্শিত হল :

১. *তর্কভাষায়* কেবলমাত্র ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত ষোড়শ পদার্থের প্রতিজ্ঞা করেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়সম্মত পদার্থই আলোচিত হয়েছে।

২. *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ*কার দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন– 'দ্রব্যত্ববদ্ দ্রব্যম্'। কিন্তু দ্রব্যত্বজাতি সিদ্ধ না হলে দ্রব্যকে দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্টরূপে নিরূপণ ব্যর্থ হয়। তাই দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনুমান প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তেও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধিতে অনুমান প্রমাণ দেখিয়েছেন। সেখানে হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন- *কার্যসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া সংযোগস্য বিভাগস্য বা সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া দ্রব্যত্বসিদ্ধেঃ*। এখানে প্রকৃত গ্রন্থকার একটি নতুন হেতুর কল্পনা করেছেন। সেটি হল – 'ইয়ং ন পৃথিবী ইতি এতাদৃশবাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধজ্ঞানবিষয়তাবচ্ছেদকতা'। এইভাবে তিনি নতুন চিন্তাভাবনার প্রতি পাঠককে প্রেরণা দিয়েছেন বলে মনে করি।

৩. *তর্কসংগ্রহে* প্রতিপাদিত অনেক লক্ষণই দোষযুক্ত বলে অস্বীকৃত হয়েছে। এমনকি গ্রন্থকার নিজেই *দীপিকা* টীকায় মূল গ্রন্থ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট লক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী এই গ্রন্থে যথাসম্ভব নির্দুষ্ট লক্ষণ প্রতিপাদনে সচেষ্ট এবং সক্ষম হয়েছেন। যথা– পক্ষতার লক্ষণপ্রসঙ্গে *তর্কসংগ্রহে* 'সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ'[১] এরূপ লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষের অনন্তর অনুমিতির ইচ্ছা হলে সেখানে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এইসব স্থলে সাধ্য সন্দেহ না থাকলেও অনুমিতি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তাই 'সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ' – এই লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ দেখা যায়। সেই দোষ নিরসনের জন্য *দীপিকা*কার নিজে বলেছেন– 'উক্ত পক্ষতাশ্রয়ত্বস্য পক্ষলক্ষণত্বাত্।'[২] কিন্তু জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী সরাসরি পক্ষতার লক্ষণ করেছেন, সেটি হল- 'সা চ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবঃ।' (Folio-27b)

৪. অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহে* সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ অনুপস্থিত। কিন্তু এই গ্রন্থে সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও *তর্কসংগ্রহে* বিধিবাদ, প্রামাণ্যবাদ, এব-কারবাদ, আখ্যাতবাদ, জাতিবিশিষ্টব্যক্তিশক্তিবাদ আলোচিত হয়নি। কিন্তু এখানে এগুলির আলোচনা দেখা যায়। এছাড়াও *তর্কসংগ্রহের* মূলে অনেক কিছু পরিস্ফুট করা হয়নি। পরবর্তীতে *তর্কসংগ্রহের* *তর্কসংগ্রহদীপিকা*টীকাতে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল - এখানে মূলেই সেই সমস্ত আলোচনা পরিস্ফুট করা হয়েছে।

৫. *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে কারিকা আকারে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। কারিকা থেকে অর্থবোধ সহজেই হয় না, তাই অনেক বিষয় কারিকাতে বলা না হলেও তা প্রতিপাদনের জন্য *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* পৃথকভাবে রচিত হয়েছে। সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রকরণের বহুবিষয় যা *প্রশস্তপাদভাষ্যে* বা *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে আলোচিত হয়নি, কিন্তু এখানে তা বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান সময়ে দ্রব্যাসমবেতসমবেতবত্ত্ব, কর্মের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে নিত্যাবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব প্রভৃতিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

৬. *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে উদ্দেশ ও লক্ষণের মাধ্যমে পদার্থগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে উদ্দেশ ও লক্ষণের মাধ্যমে পদার্থতত্ত্ব নিরূপিত হলেও মধ্যে মধ্যে পদার্থের অস্তিত্বসাধক প্রমাণেরও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– বায়ুপরীক্ষা (Folio-12a), আকাশপরীক্ষা (Folio-12b), কালপরীক্ষা (Folio-13a) প্রভৃতি।

৭. *ভাষাপরিচ্ছেদের* ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বস্তু সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হলেও বিষয় প্রতিপাদনে বিচ্ছিন্নভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– দ্রব্যের সাধর্ম্য বলার পর গুণের আলোচনা শুরু

হয়েছে। কিন্তু গুণের সাধর্ম্যপ্রকরণ শব্দপ্রমাণ আলোচনার পর শুরু হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ, পদার্থের সাধর্ম্য, দ্রব্যের সাধর্ম্য, গুণের সাধর্ম্য, কর্মের সাধর্ম্য, সামান্যের সাধর্ম্য, বিশেষের সাধর্ম্য, অভাবের সাধর্ম্য, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের লক্ষণ-বিভাগ, গুণের লক্ষণ-বিভাগ ক্রমশ বর্ণিত হয়েছে।

৮. জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের *পদার্থমালা* গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই গ্রন্থ অনেক জটিল বিষয়ের পর্যালোচনায় পূর্ণ। তাই তর্কশাস্ত্রের কোনটি সিদ্ধান্তপক্ষ ও কোনটি পূর্বপক্ষ তা বুঝতে অসুবিধা হয়। *পদার্থমালা* গ্রন্থের অপেক্ষায় এই গ্রন্থটি সরল এবং এই গ্রন্থের বিষয়প্রতিপাদন সাবলীল। তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগমনেও সহজতা অনুভূত হয়। যথা– *পদার্থমালা* গ্রন্থে কারণতাবাদের আলোচনা অতিবিস্তৃত এবং গহন। সেই আলোচনায় বিভিন্ন মতের খণ্ডনমণ্ডন পরম্পরা প্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয়টি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রাথমিক পাঠার্থীদের কাছে কণ্টকাকীর্ণ কেতকীফুলের মতো হয়েছে। কিন্তু *তর্কসিদ্ধান্তসংক্ষেপ* গ্রন্থে কারণতাবাদের আলোচনা তুলনামূলকভাবে লঘু, সুসংবদ্ধ ও সহজবোধ্য।

এই সমস্ত কারণে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, জয়গোবিন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি বিষয়ের আলোচনা ও প্রতিপাদন শৈলীতে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশে ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বাগিচায় একটি নতুন কুসুম সংযোজিত হবে, এ আমার বিশ্বাস। পরবর্তীকালীন গবেষক-গবেষিকারাও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটিরও সন্ধান পাবে। আমার এই কাজ তাদের সামান্যতম উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

[১] ত. সং. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১০৮

[২] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ১০৮

[৩] ত. সং. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৯২

[৪] ত. সং. দী. , সম্পা. – শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ. - ৯৩

[৫] *তদেব,* পৃ. - ১১০

SELECT BIBLIOGRAPGHY

Amarasiṃha. *Amarakoṣ(a)*. Ed. Gurunath Vidyanidhi Bhattacharya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1477 BY. (Rpt.).

Annaṃbhaṭṭa. *Tarkasaṃgraha*. Ed. Narayanachandra Goswami with Annaṃbhaṭṭa's commentary. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1413 BY. (Rpt.).

--. --. Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt.; 1st ed. 2005).

--.--. Ed. Panchanan Shastri. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1392 BY. (1st ed.).

--. --. *Tarkasaṃgraha*. Ed. Krishnavallabhacharya with own commentary *Kiraṇāvalī*, *Nyāyabodhinī* of Govardhanamiśra, *Padakṛtya* of Candrajasiṃha and *Dīpikā* Of Annambhaṭṭa. Varanasi: Chowkhambha Vidyabhawan, 2007.

--. --. Ed. Kedarnath Tripathi with own commentary *Kalā* on Govardhanamiśra's *Nyāyabodhinī* and Hindi Commentary on *Padakṛtya* of Candrajasiṃha. Delhi: MLBD 2014 (7th ed.).

--. --. Ed. Satkarisarma vangiya with nine commentaries. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2011 (Rpt.).

--. --. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dīpikā* of Annambhaṭṭa, *Prakāśikā* of Nīlakaṇṭha Dīkṣita, *Bālapriyā* of N.S. Ramanuja Tatacharya and *Prasāraṇā* of Shri Krishna Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2021 (3rd ed.; 1st ed.1980).

Apte, Vaman Shivrama. *The Student's Sanskrit-English Dictionary*. New Delhi: Rastriya Sanskrit Sansthan, 2010.

Athalye, Y.V. & Bodas, M. R. (ed.), *Tarkasaṁgraha* with commentary *Dīpikā* of Annaṃbhaṭṭa and *Nyāyabodhinī* of *Govardhanamiśra,* Bombay (now Mumbai): Govt. Central Book Depot, 1897.

Avasthi, Bacchulal. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa* .Vol. 1. Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 1997 (1st ed.).

--. *Bhāratīya-Darśana-Bṛhatkośa*. Vol. 2. Ed. Balakrishna Sharma. Delhi: Sharada Publishing House, 2004 (1st ed.).

Bhasarvjna. *Nyāyasāra*. Ed. K. Sambasiva Shastri, Trivandrum: Rajkiya Mudranalay, 1931.

Bhattacharya, Amit. *Bhāratīya Darśaner(a) Rūparekhā*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt. of 1st ed. 1996).

Bhattacharya, Dinesh chandra. *Bāṅgālīr(a) Sārasvata Avadān(a) (Baṅge Navyanyāyacarcā)*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2022 (1st ed.).

--. *History of Navya Nyāya in Mithila*. Darbhanga: Munshi Ram Manoharlal, 1958.

Bhattacharya, Dinesh chandra & Bhattacharya, Shrimohan. *Bhāratīya Darśan(a) Koṣ(a)*. Vol. 1. Kolkata: Sanskrit Collge, 1958.

--. *Bhāratīya Darśan(a) Koṣ(a) (Sāṃkhya o Pātañjala Darśana)* Vol. 2. kolkata: Sanskrit College, 1979.

Bhattacharya, Gopikamohan. *Studies in Nyāya Vaiśeṣika Theism*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit College, 1961.

Bhattacharya, Rita (ed.). *Pãthividyār(a) Samasyā O Samādhān(a).* Kolkata: Pandulipi, 2024 (1st ed.).

--. *Abhilekha o Lipicarcār(a) Nirikhe Saṃskr̥ta Sāhityer(a) Itihās(a).* Kolkata: Pandulipi, 2022 (1st ed.).

--. --. *Prekṣāpaṭa Pāṇḍulipi* (*Grantha* sampādanāra *Nānā Kathā)*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2021 (Rpt.; 1st ed. 2014).

Bhave, G.V. "Gaḍheśa-Nṛpa-varṇana-saṁgraha-ślokāḥ" in *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*.

Vol. 28, pp.247-280. Puna (now Pune): Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947.

Chakraborty Nirendranath (ed.). *Ākādemi Vānān(a) Abhidhān(a)*. Kolkata: Paschim Banga Bangla Academy. 2011 (7th ed.; 1st ed. 1997)

Chakravorty Ganguly, Krishna. *A Bibliography of Nyāya Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): National Library, 1993.

Chatterjee, Satishchandra & Datta, Dhirendramohan. *An Introduction to Indian Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1948 (3rd Ed.; 1st Ed. 1939).

Dasgupta, S.N. *A History of Indian Philosophy.* Vol. 1. Delhi: Motilal Banarasidass, 1962.

--. *A History of Indian Philosophy.* Vol. 2. Delhi: Motilal Banarasidass, 1991.

Gaṅgādāsa. *Chandomañjarī.* Ed. Gurunath Vidyanidhi Bhattacharya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1411 BY. (12th Revised ed.).

Gaṅgeśopādhyāya. *Anumānacintāmaṇi*. Ed. Biswabandhu Bhaṭṭacharya. Kolkata: Jadavpur University, 1993.

--. *Tattvacintāmaṇi*. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Adyapith, 1413 BY.

--. *Vyāptipañcak(a)*. Ed. and Beng. Trans. Rajendranath Ghosh. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1982 (1st ed.).

Gaṅgeśopādhyāya. *Sāmānyanirukti*. Ed. Rupanath Jha with commentary *Dīdhiti* of Raghunātha Śiromaṇi, *Gādādharī* of Gadādhara Bhaṭṭācārya, *Baladevī* of Baladeva Bhaṭṭācārya and *Vimalaprabhā* of Rūpanātha Devaśarmā. Darbhanga: Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970.

Gautama. *Nyāyadarśana*. Ed. Amarendramohan Tarkatirtha and Taranath Tarkatirtha with Vātsyāyanabhāṣya, vārtika, Tātparyaṭīkā and Vr̥tti. New Delhi: Munsiram Manoharlal Publishers, 2018 (Rpt.; 1st ed. 1936).

--. *Nyāyasūtra*. Ed. Narayana Mishra. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1983.

--. *Nyādarśana.* Vol. 1, 2, 3 & 4. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2011 (2nd ed.; 1st ed. 1981).

--. *Nyādarśana*. Vol. 5. Ed. with Vātsyāyana's commentary Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2015 (2nd ed.; 1st ed. 1989).

Goswami, Subuddhi Charan (ed.). *Editing of Unpublished Ancient Texts.* Kolkata: The Asiatic Society, 2022.

--. *Pãthividyā*: *Tattva o Prayoga*. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2018 (2nd rpt.; 1st ed. 2014).

Guha, D. C. *Navya Nyāya System of Logic*. Delhi: Motilal Banarasidass, 1979.

Hall, F. E. "On the kings of Mandala, As Commemorated in A Sanskrit Inscription" in *Journal of the American Oriental Society*. Vol. 7, pp.1-23. America Oriental Society, 1860.

Hiriyanna, M. *Outline of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarasi Das, 2009 (Rpt.; 1st ed. 1993).

Hota, Kashinath & Mishra, Arun Ranjan. *Bibliography Of Nyāya Vaiśeṣika.* Poona (now Pune): Centre of Advanced Study in Sanskrit, 1993.

Jagadīśatarkālaṅkāra. *Tarkāmṛta*. Ed. and Beng. Trans. Rajendranath Ghosh, Kolkata: Kalika Press, 1840 BY.

Jayarāmanyāyapañcānana. *Padārthamālā*. Ed. N. Srinivasan with commentary *Padārthamālāprakāśa* of

Laugākṣibhāskara. Thanjavur: Ṭanjore Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library, 1985 (1st ed.).

Jhalkikar, Bhimacharya. *Nyāyakoṣa*. Ed.Vasudev Shastri Abhyankar. Puṇa: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928 (3rd ed.; 1st ed.1874).

Kaṇāda. *Vaiśeṣikadarśan(a)*. Ed. Amit Bhattacharya with commentary *Upaskāra* of Śaṅkaramiśra. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012 BY.

--. --. Ed. Panchanan Tarkaratna. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1313 BY.

Katre, S. M. *Introduction to Indian Textual Criticism*, Ed. P.K. Gode. Bombay: Karnataka Publishing House, 1941.

Kaviraj, Gopinath. *The History & Bibliography of Nyāya-Vaiśeṣika Literature.* Varanasi: Sampurnananda Sanskrit University, 1982.

Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University, 2008 (1st ed.).

Laugākṣibhāskara. *Arthasaṃgraha*. Ed. Rajeshwar Shastri Musalgaonkar with own hindi commentary *Arthamīmāṃsā*. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2015 (3rd ed.).

Mādhavācārya. *Sarvadarśanasaṃgraha (Bauddhadarśana o Jainadarśana)*. Ed. Sanjit kumar Sadhukhan. kolkata: Sadesh, 2011 (Rpt. of 1st ed. 2005).

Manu. *Manusaṃhitā*. Ed. and Beng. Trans. Manabendu Bandyopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustaka Bhandar, 2016 (Rpt. of 1st ed. 1410).

Mathurānāthatarkavāgīśa. *Kiraṇāvalīrahasya*. Ed. Gaurinath Shastri. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1981 (1st ed.).

Maxmuller, fredrich. *The Six System of Indian Philosophy*. New York: Longmans Green and Co. 1889. pdf.

Misra, Narayan. *Nyāyavaiśeṣika Darśana: Eka Adhyayana*. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968 (1st ed.).

Miyamoto, Keiichi. *The Metaphysics & Epistemology of the Early Vaiśeṣikas***.** Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1996.

Mukhopadhyay, Anima. *Pãthipāṭh(a) o Sampādanā***.** Kolkata: Punascha, 2022 (Revised 2nd ed.; 1st ed. 2001).

Mukhopadhyaya, Govindagopal. *A New Trilingual Dictionary*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit Book Depot, 2011.

Parāśaropapurāṇa. Ed. Kapildev Tripapthi. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 1990 (1st ed.).

Praśastapāda. *Praśastapādabhāṣya*. Ed. Biharilal Sharma with Durgadharajha's Hindi commentary. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, 2024 (3rd ed.).

--. *Praśastapādabhāṣya*. Vol. 1. Ed. Dandiswami Damodorashram. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2010 (2nd Ed.).

--. *Praśastapādabhāṣya*. Vol. 2. Ed. Dandiswami Damodorashram. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2000 (1st ed.).

Potter, Karl H. *Enycyclopedia of Indian Philosophy.* Vol. 2. New Jersy: Princeton University Press, 1977.

Radhakrishnan, Sarvepalli & A. Moore. Charles. *A Source Book in Indian Philosophy*. New Jersy: Princeton University Press, 1957.

Radhakrishnan, Sarvepalli. *Indian Philosophy*. Vol. 1. London: George Allen & Unwin Ltd, 1923.

--. *Indian Philosophy*. Vol. 2. London: George Allen & Unwin Ltd, 1966.

Raja K. Kunjunni. *New Catalogus Catalogorum*. Vol. 8. Madras: University of Madras, 1974.

Śaṅkaramiśra. *Vaiśeṣikasūtropaskāra*. Ed. Shaikh Sabir Ali with own Beng. Commentary *Prakāśa* and Sanskrit Commentary *Pariṣkāra* of Panchanan Tarkaratna. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (1st ed.).

--.--. Ed. Narayan Misra with Hindi Trans. of Dhundiraj Sastri. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2019.

Sāyaṇamādhava. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Ed. Vasudev Shastri Abhyankar. Puṇe: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1978 (3rd ed.).

--. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Vol. 1. Ed. Satyajyoti Chakraborty. Kolkata: Sahityashri, 1421 BY. (4th ed.; 1st ed. 1383 BY.).

--. *Sarvadarśanasaṃgraha*. Vol. 2. Ed. Satyajyoti Chakraborty. Kolkata: Sahityashri, 2020 (4th ed.).

Śivāditya. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012.

Sen Sharma, Debabrata. *Descriptive Catalogue of Manuscripts – Indian Philosophy*. Kolkata: The Asiatic Society, 2001.

Sharma, Chandradhar. *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarasidass, 1987.

Śrīkṛṣṇabhaṭṭa**.** *Vr̥ttamuktāvalī*. Ed. Mathuranathaji Shastri. Yodhpur: Rajasthan Prachyavidya Pratiṣṭhan, 2020. Saṃvat**.**

Tarkabagish, Phanibhusan. *Nyāyaparicaya*. kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2006 (3rd ed.; 1938 1st ed.).

Kṛṣṇadvaipāyanavedavyāsa. *Devībhāgavatam.* Ed. Panchanan Tarkaratna. Calcutta (now Kolkata): Nababharat Publishers, 1388 BY. (1st ed.).

Thakur, Anantalal. *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization (Origin and Development of the Vaiśeṣika System)*. New Delhi: Centre For Studies in Civilization, 2003 (1st ed.).

--. *Nyāyakusumāñjali*. Ed. Shrimohan Bhattacharya. Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2017 (Rpt.; 1st ed. 1915).

Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī*. Ed. Harihara Sastri. New Delhi: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2012 (Rpt.).

Varadarāja. *Tārkikarakṣā*. Ed. Anantalal Thakur and Kishornath Jha. Darbhanga: Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, 2001 (1st ed.).

Vidyabhusana, Satis Chandra (Ed.). *A History of Indian Logic*. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1921.

Viśvanātha Nyāyapañcānana. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. Gajanana Shastri Musalagaonkar with own hindi commentary *Bālapriyā*. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2021.

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. and Hindi Trans. Rajaram Shukla with commentary *Dinakarī* of Mahādevabhaṭṭa. Simla: Indian Institute of Advanced Study (IIAS), 2015 (1st ed.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Ed. Hariram Shukla with commentary *Dinakarī* of Mahādevabhaṭṭa and *Rāmarudrī* of Rāmarudra Bhaṭṭācārya. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2024 (Rpt.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Vol. 1. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dinakarīrājīvollāsa* of N.S Ramanuja Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2012 (1st ed.).

--. *Nyāyasiddhāntamuktāvalī*. Vol. 2. Ed. N. Veezhinathan with commentary *Dinakarīrājīvollāsa* of N.S Ramanuja Tatacharya. Chennai: Sri Sri Sri Mahalakshmi Mathrubutheswarar Trust, 2014 (1st ed.).

--. *Kārikāvalī*. Vol. 1 & 2. Ed. Shankar Ram Shastri with five commentaries *Muktāvalī, Prabhā, Mañjuṣā, Dinakarī, Rāmarudrī* and *Gaṅgārāmī*. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2016 (Rpt.).

--. *Bhāṣāparicched(a)*. Ed. Panchanan Bhattacharya with commentary *Nyāyasiddhāntamuktāvalīsaṃgraha* of Viśvanātha Nyāyapañcānana. kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1828 BY. (Revised Mahabodhi ed. of 1st ed. 1377 BY.).

--. --. Ed. Prabal Kumar Sen with Beng. Trans. and Commentary Āśubodhinī of Asutosh Bhattacharyya. Kolkata: Bijayayan, 1422 BY. (Rpt.; 1st ed. 2000)

--. *Nyāyasūtravṛtti*. Ed. Shaikh Sabir Ali. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2015 (1st ed.)